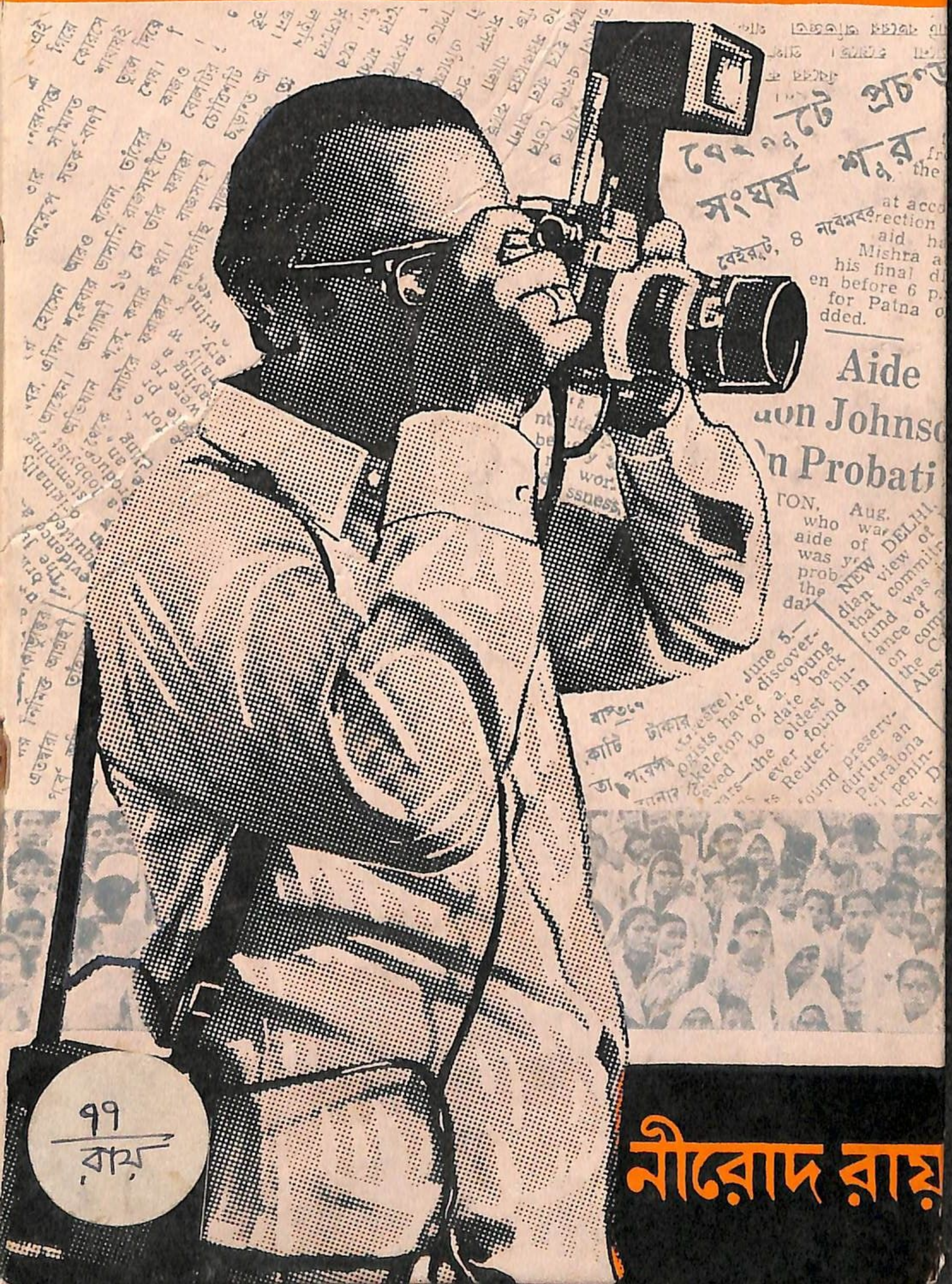
ফটো সাংবাদিকতা



নীরোদ রায়

ফটো সাংবাদিকতা

নীরোদ রায়

দে'জ পাবলিশিং
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

PHOTO SANGBADIKATA

By : Nirod Ray

Published by : Dey's Publishing

Rs. 8·00

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ, ১৩৮৩
জানুয়ারী, ১৯৭৭

মুদ্রক :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র :
শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ফটো : শ্রীসত্যেন সেনের সৌজন্যে।

আট টাকা

উৎসর্গ

আমার ফটো-সাংবাদিকতায় উপদেশ ও উৎসাহদাতা
শিবপুর বট্যানিক্ গার্ডেনের প্রাক্তন সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট
৺ ডঃ দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের (দেবুদা'র)
স্মৃতি স্মরণে।

আজ পর্যন্ত ভারতীয় কোনো ভাষায় ফটো-সাংবাদিকতা বিষয়ে বই প্রকাশিত হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা ভাষায় ফটো-সাংবাদিকতার ওপর লেখা এটিই প্রথম বই।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের ওপর ফটো-সাংবাদিকতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে আমার যতখানি অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, সেটুকু মূলধন নিয়েই এ-বই রচনার প্রয়াস। বইটি গতানুগতিক ধারার ব্যতিক্রম এবং বলা চলে, অনুকরণ বা অনুসরণ আশ্রয়ী নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে সরাসরি উপস্থাপিত না ক'রে সেটা তুলে ধরা হয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিয়ে। এতে বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে সহজেই। এখানে, অতীত দিনের কাজের ধারাকে বর্তমানে অচল ব'লে গণ্য করা ঠিক হবে না। কারণ সাংবাদিকতার মূল-ভিত্তি চিরকালই এক। কালের প্রবাহে চাহিদা মতো কিছুটা রকম ফের ঘটে মাত্র।

এ-বইতে ফটো-সাংবাদিকতা শুধু একটি মাত্র ধারায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। বহু ধারায় বিস্তৃতিলাভ ঘটেছে। তার ভেতর—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তবুও সব মিলিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে ফটো-সাংবাদিকতার জগৎকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে ফটো-সাংবাদিকতা একটি অপরিহার্য বৃত্তি হিসেবে গণ্য হ'য়েও আজ পর্যন্ত তার উপযোগী কোনো শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো না। এমন কি এ-বিষয়টির প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়াও হয়নি কোনো মহল থেকে। তাই, প্রথম প্রচেষ্টায় এই বইখানি যদি নবাগত উৎসাহীদের, বিশেষ ক'রে ছাত্রদের কিছুমাত্র সাহায্য করতে সক্ষম হয়, তাহলেই আমার পরিশ্রমের সার্থকতা আসবে।

—নীরোদ রায়

কলকাতা

২২শে নভেম্বর, ১৯৭৬

এই পুস্তকে প্রকাশিত সমস্ত ফটোগ্রাফ
(অন্যভাবে উল্লেখ ব্যতীত) লেখক কর্তৃক গৃহীত।

এই লেখকের অন্য গ্রন্থ :

ফটোগ্রাফি
ফটো ল্যাবরেটরী

যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা আছে :

প্রেস ফটোগ্রাফার্স এ্যাসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া/পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ/চিত্রাঙ্গদার সম্পাদক শ্রীঅজিত গুপ্ত/শ্রীক্ষীরোদ রায়

CALCUTTA COLLEGE OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS

TIVOLI COURT-69•1A BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD•CALCUTTA-19

Calcutta,
November 12, 1976

I have read with tremendous interest the newly published book 'Photo Sangbadikata' (Photo-Journalism) by Shri Nirod Ray.

This is a pioneer effort in Bengali on a subject by one whose contribution to popularising photography and photo-journalism through the publication of books on allied subjects for more than twenty years is very much praiseworthy.

I am glad that this will fill up a long-standing gap in Indian literature on professional journalism.

AJIT K. DAS,
Hony. Director,
Calcutta College of Journalism and Mass Communications,
Lecturer in Journalism : Calcutta University.

"A newspaper adorned with or shorn of any photograph makes all the difference especially when the busy news-hungry public of today refuses to rest content with more descriptions of news items or comments without pictures therein of what is happening in as well as outside their country."

November, 1954

– Dr. H. C. Mookerjee
Governor, West Bengal.

"The task of a Press Photographer is not an easy one. Not cnly must he possess a high degree of techinical skill but he has to have a keen sense of values and a shrewd judgement of human affairs. He has to discard what is trite and ephemeral and pick out what is enduring and significant. Through his work are portrayed the events that turn a country's history and the achievemets that make up a nation's progress. Through his art what is fleeting is captured for ever and what is evan escent is given the stamp immortality.'

April, 1955

– Dr. B. C. Roy
Chief Minister, West Bengal.

"In the modern world Photographs are considered an important medium of publicity, whether visual or through the Press. I am glad that the standard of Press Photography in India has been improving with the growth of the newspaper industry."

April, 1957

– Dr. Rajendra Prasad
President, India

"Photographic journalism has a distinctive role in the mass media of today. Visual form is an effective medium of communication, especially in a country like ours. Photographs make the news more vivid, informative and brings it closer to the people."

April, 1975

– Siddhartha Shankar Ray
Chief Minister, West Bengal.

[প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ-চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রদত্ত বিশিষ্টজনের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত।]

সূচীপত্র



সংবাদ ছবি। (ওপরে) রাজপথে অপরাধী গ্রেফতার, (মধ্যে) রেলের বগীতে অগ্নি-সংযোগ, (নিচে) বন্যার কবলে গ্রামবাসী। [ফটো—যথাক্রমে পান্না সেন (অমৃতবাজার), সুধীন রায় (স্টেটস্‌ম্যান) এবং বীরেন সিংহ (আনন্দবাজার)।]



চাঁদের আকাশে পৃথিবী

মহাকাশে ফটোগ্রাফি করতে 'অ্যাপলো-৮' থেকে চারটি 500-EL model Hasselbald ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছিলো। বিশেষ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন এসব ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয়েছিলো—বিভিন্ন লেন্স, ফিলটার ইত্যাদি। কম্পূর শাটারযুক্ত f 4·5 Carl Zeiss Biogon লেন্স দিয়ে সর্বমোট ১,৩০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডের ছবি তোলা হয়েছিলো ৭০ মিঃ মিঃ ফিল্ম-ম্যাগাজিন দিয়ে। মোট ছবি তোলা হয়েছিলো—৬০০ সাদা-কালো (monochrome) এবং ৫০০ রঙীন। পরবর্তীকালেও এ-ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়েছিলো।

—ইউ-এস-আই-এস'এর সৌজন্যে

মহাকাশে ফটোগ্রাফি

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম চন্দ্র-প্রদক্ষিণকালে, ১৯৬৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তোলা একটি ছবি * দেওয়া হ'লো। নিঃসন্দেহে এ-ছবি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ-ছবি হিসেবে চিরকালের ঐতিহাসিক দলিল হ'য়ে থাকবে। এ-ছবি স্মরণ করিয়ে দেবে—পৃথিবীর মানুষ, বিজ্ঞানের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে চাঁদের বুকে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেদিনের রচিত ইতিহাসের প্রতিটি পদক্ষেপ পৃথিবীর মানব-সমাজের সম্মুখে তুলে ধরতে প্রধান সম্বল ছিলো ফটোগ্রাফি, এবং বিশ্বের জন-সমাজে সেই সব ফটোগ্রাফ মূল্যবান হ'য়ে থাকবে চিরদিনের জন্য।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার আগে পর্যন্ত Aerial photographyর মাধ্যমে পৃথিবীর সামান্য কিছু অংশের ছবি একটি সীমিত মাত্র দূরত্ব থেকে গ্রহণ করা সম্ভব হ'তো। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের ভেতরে মহাকাশে ফটোগ্রাফি (Space photography) এ-ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হ'য়ে ফটোগ্রাফিতে একটি নতুন dimension আবিষ্কার করলো। এর দ্বারা শুধু যে চাঁদের দূরত্ব থেকে পৃথিবীর ছবি তোলাই সম্ভবপর হ'লো তা নয়। এতে বিশেষ-ভাবে উপকৃত হ'লো—Geology, Meteorology, Astronomy, Hydrology এবং Oceanography, বিষয়ক সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো।

Space photographyতে এই যুগান্তকারী ঘটনার নায়ক ছিলেন "অ্যাপলো-৮"-এর পরিচালকরা। তাঁরাই সর্বপ্রথম তুলে ধরেছিলেন, চাঁদের দূরত্ব থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি এবং চাঁদের নানা ছবি। সে-সব ছবি National Aeronautics and Space Administration (NASA নামে পরিচিত) সংস্থার বৈজ্ঞানিকদের কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিলো।

---

* 'চাঁদের আকাশে পৃথিবী' ছবিটি দেখুন।

ফটো-সাংবাদিকতার অর্থ

ফটো-সাংবাদিকতা বলতে বোঝায়, ফটোগ্রাফের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন করা। কিংবা বলা চলে, কলম অপেক্ষা ক্যামেরার সাহায্য বেশী নিয়ে কোনো বিষয়ের / কাহিনীর বিবরণ দেওয়া। এসব সংবাদ-ফটো সংযোজনে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ-রিপোর্টের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলা যায়, অথবা রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত ক'রে বহু ছবি দ্বারাই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যায়। সুতরাং ফটো-সাংবাদিকতায়—ফটোগ্রাফি এবং রিপোর্টিং এই দুটি বিষয়েরই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তারই ভেতর ফটোগ্রাফির জ্ঞান একটু বেশীমাত্রায় থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ সংবাদ সঠিকভাবে বোঝাতে হবে ছবির মাধ্যমে।

একজন ফটো-সাংবাদিককে **ফটোগ্রাফির** দিক থেকে শিখতে হবে,—ক্যামেরা ব্যবহার এবং তার লেন্স, অ্যাপারচার, শাটার-স্পীড, ফোকাসের গভীরতা ইত্যাদি বিষয়গুলো। জানতে হবে ফিল্মের ইমালসনের স্পীড, ফ্ল্যাশ-লাইট ব্যবহার। তদুপরি তাঁকে জানতে হবে ছবি তৈরি করার কাজগুলো। অর্থাৎ ডার্করুমের কাজ। সেখানে ফিল্ম ডেভেলপ ক'রে প্রিন্ট / এনলার্জ করতে হবে। অবশ্য, সম্ভব হ'লে এ-কাজগুলো অন্যত্র করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

রিপোর্টিং-এর দিক থেকে বুঝতে হবে, ছবিটি রিপোর্টের সঙ্গে শুধু একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে যাবে কিনা। কিংবা ছবিটি সামান্য caption নিয়ে একাই দাঁড়াতে পারবে। তাছাড়া, অনেক সময় সাধারণ চোখে বহু বিষয় ধরা পড়ে না, যেগুলো সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে এলে ছবি তুলে খুব আকর্ষণীয় ক'রে তোলা যায়। তারপর

রয়েছে ফীচার তৈরি করার বিষয়টি এবং ক্যাপ্‌শন, রাইট-আপ্‌ এসব উপযুক্তভাবে দিতে হবে।

শেষ পর্যায়ে আসবে—তুটো বিষয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় যে-ছবি তৈরি হবে, তার উপযুক্ত ব্যবহার। অর্থাৎ পত্রিকা, ম্যাগাজিন বিজ্ঞাপন এবং সচিত্র-পুস্তক ইত্যাদিতে চাহিদা মতো সরবরাহ করা।

এযাবৎ আমাদের দেশে একজন ফটো-সাংবাদিকের কাজ শুধুমাত্র 'প্রেস-ফটোগ্রাফ' তুলে আনার ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিলো। ছবি তৈরি হবার পর ফটোগ্রাফারকে তার ক্যাপ্‌শন কিংবা অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'তো না। কিন্তু ইদানীং ক্রমশই ফটো-সাংবাদিকের দায়িত্ব আরও বিস্তৃত হচ্ছে। এখন একজনকে বিষয়-বস্তুর গুরুত্বের প্রতি সম্পূর্ণ সজাগ থেকেই লিখতে হবে তার উপযোগী ক্যাপ্‌শন। সেই ক্যাপ্‌শনে থাকবে 'বিষয় এবং ছবি'—উভয়ের সংশ্লিষ্ট বিবরণ। এবং এই বিবরণ হ'তে হবে সাংবাদিকের ভাষায়, যে-ভাষার নাম—Words of Journalism। কথায় বলে, একটি সংবাদ-ছবি হাজার কথার সামিল। কিন্তু সেটা তখনই শুধু হ'তে পারে, যখন তাতে অর্থপূর্ণ সাংবাদিক-ভাষা সংযোজিত হয়। উপযুক্ত ক্যাপ্‌শন হ'লে ছবির গুরুত্ব এবং মূল্যায়ন অনেক বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং বর্তমানে একজনকে ফটো-সাংবাদিকতায় দক্ষ হ'তে হ'লে তাঁকে অবশ্যই ছবি-তোলা এবং লেখা—এই তুটো বিষয়ই জানতে হবে। তাহ'লেই তাঁর পক্ষে সহজ হবে অতি সাধারণ বিষয়কে আকর্ষণীয়ভাবে রূপদান করা। এটা দেখা যায়, দক্ষ ফটো-সাংবাদিকের ছবির প্রতি সর্বদাই সম্পাদকের নজর আকৃষ্ট হয়।

তখনকার ফটো-সাংবাদিকতা

আমার প্রথম সংবাদ-ছবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলো মহাত্মা গান্ধীর একটি ছবি। সেটি তুলেছিলাম তাঁর আসাম সফরকালীন। সেই কবেকার কথা, কিন্তু আজও আমার মনে আছে গৌহাটি রেল-স্টেশনে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার জানালা দিয়ে মুখ বের ক'রে তিনি হাত তুলে জনতাকে কি যেন বোঝাচ্ছিলেন। সেদিন আমার হাতে ছিলো একটা সস্তা কোডাক্-ক্যামেরা, আর তাতে ভরা ছিলো একটি মাত্র ২½ × ৩½ ইঞ্চি আকারের প্লেট। জনাকীর্ণ স্টেশন। কিন্তু আমার হাতে ক্যামেরা দেখে, ছবি তুলবো বুঝতে পেরে, অনেকেই পথ ছেড়ে দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। আর আমিও এগিয়ে চললাম তেমনি এক জরুরী ভঙ্গীতে গান্ধীজির কামরার দিকে। তারপর, এক সময় ক্যামেরার শাটার টিপে আবার ছুটে চ'লে এলাম আমারই পরিচিত এক স্টুডিওতে। সেখানে ডার্করুমে প্লেটটা ডেভেলপ ক'রে দেখা গেলো ছবি ঠিক আছে। তারপর ওখান থেকেই একটা কন্টাক্ট প্রিন্ট ক'রে সোজা ছুটলাম পোস্ট-অফিসে, ছবিটি কলকাতার একটি পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতে। মাঝের একটা দিন সবুর ক'রে তৃতীয় দিনের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় দারুণ এক আনন্দের অনুভূতির ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম আমার তোলা সেই ছবি। একটু বড় সাইজে ছাপা হয়েছে, এবং তারই তলায় ছাপা রয়েছে আমার নাম। সুতরাং সেদিন থেকেই গৌহাটির পরিচিত মহলে আমার কৃতিত্ব জাহির হ'লো একজন ফটো-সাংবাদিক —অর্থাৎ প্রেস-ফটোগ্রাফার হিসেবে। এটা ১৯৩৪ সালের কথা।

নিশ্চয়ই আমি সেদিন সংবাদপত্রের স্বীকৃতি লাভে গর্ব বোধ করেছিলাম। তাই মন চাইলো স্বীকৃতির মাত্রা আরও জোরদার করতে। চেষ্টা ক'রে কলকাতার আরও কিছু পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হলাম। ক্রমশঃ সংবাদ-ছবি প্রকাশের মাত্রা বৃদ্ধি ক'রে খ্যাতির বহরটাও বড় হ'লো যথেষ্ট। কিন্তু অর্থ-কড়ির বিষয়ে এমন কোনো আভাস কিংবা আশ্বাস পেলাম না, যাতে প্রেস-ফটোগ্রাফির লাইনটাকে জীবিকা হিসেবে পুরোপুরিভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি। সুতরাং শুধুমাত্র নামের খ্যাতি বা 'কাজের মর্যাদা' ছাড়া আর অন্য কিছুর আশা নেই দেখে এ-কাজের উৎসাহে কিছুটা ভাঁটা পড়লো। কিছু ঢিলেমী দিলাম আমি স্বাভাবিক ভাবেই।

তখন এদেশে ফটো-সাংবাদিক সংখ্যায় খুব বেশী ছিলো না। কারণ আগেই বলেছি, এদিকে আর্থিক সুবিধা কিছুই প্রায় হ'তো না। তাছাড়া সংবাদ-ছবি আর ফীচার-ছবি ছাপায় আগ্রহী উপযুক্ত পত্রিকাও তেমন ছিলো না এদেশে। গোণা-গুণতির ভেতর যে দু'চারটে পত্র-পত্রিকা ছিলো, তাদের মালিকরা ছবির জন্য কোনো পারিশ্রমিক দেওয়াটা পছন্দ করতেন না বিশেষ। এদেশে গল্প-প্রবন্ধ লেখার জন্য যদিও বা কিছু ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক লাভ করা যায়, কিন্তু কবিতা বা ছবির জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয় এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে একজন ফটো-সাংবাদিকের এ-পথে পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই অনিশ্চিত থেকে যায়।

যে দু'চারটে পত্র-পত্রিকা তখন ফটোগ্রাফের জন্য পারিশ্রমিক দিতেন, তাদের ভেতর বোম্বে থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকের স্থান ছিলো সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটির বিশেষত্ব থাকার কারণ হচ্ছে, সেটি ইংলণ্ডে রেজিস্ট্রিভুক্ত ছিলো ব'লে সেখানকার রীতি অনুযায়ী প্রতিটি ফটোগ্রাফের জন্য পারিশ্রমিক দিতে হ'তো তাঁদের অনুমোদিত হারে। সেটা ভারতবর্ষের যে কোনো পত্রিকা থেকে বেশী ছিলো। আরও উল্লেখযোগ্য

যে, ফটোগ্রাফার তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিক এক সপ্তাহের ভেতরেই পেয়ে যেতেন।

*

ফটো-সাংবাদিকতা একটি বিশেষ বৃত্তি হিসেবে বিশ্বের সভ্য সমাজে স্বীকৃত। আমাদের দেশেও তার কিছুটা কদর আছে একথা ভেবেই একটু আত্মতৃপ্তি ঘটে সন্দেহ নেই। তাছাড়া একাজের ভেতর দিয়ে একটা বিশেষ আমেজ অনুভব করা যায়। সেটা বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করা যায় যখন নিজের তোলা ছবি পত্রিকায় ছাপা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ছবিটা দেখে প্রথমেই মনে জাগে নিজের কৃতিত্বের কথা। তারপরে মনে জাগে—এ কাজের জন্য কোনো অর্থ-প্রাপ্তি ঘটবে কিনা। যদি তেমন কিছু সুযোগ থাকে তা হ'লে মন্দ নয়, না হ'লে অগত্যা বঞ্চিত মনকে মর্যাদার প্রলেপ দিয়েই সান্ত্বনা দিতে হয়।

ঠিক এমনিতর মনোভাব থাকা অবস্থায় আমার প্রথম সাংবাদিকতা কাজের দিনগুলোর কথা আজও স্মরণ করতে ভালো লাগে। তখন ফটোর জন্য অনেকক্ষেত্রে পারিশ্রমিক (Reproduction fee) চেক্-এর মাধ্যমে আসতো ব'লে আমাকে বাধ্য হয়েই ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়েছিলো। আমার মনে আছে, এই চেক্ জমা দেবার ব্যাপারে একদিন বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করেছিলাম।

সেদিন জমা দেবার জন্য তিনটি চেক্ ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়েছিলাম। ইলাসট্রেটেড্ উইক্লির—লয়েডস্ ব্যাঙ্কের চেক্ (সাড়ে সাত টাকার), ভিক্ট্রি ম্যাগাজিনের—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চেক্ (চার টাকার) এবং অনলুকার ম্যাগাজিন থেকে—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের একটি (পাঁচ টাকার) চেক্। মোট টাকার অঙ্ক সাড়ে ষোল টাকা। ব্যাঙ্কে বসেই আমরা খুব উৎসাহ নিয়ে ভারতবর্ষের তিনটি বনেদী ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেন-দেনের হিসেব ক'রে দেখেছিলাম—ক্লিয়ারীং চার্জ বাদ-সাদ দিয়ে আমার নামে শেষ পর্যন্ত মোট জমা হবে ১৪ টাকা।

উপরোক্ত তিনটির ভেতর 'ভিকট্রি' ম্যাগাজিন থেকে টাকা পাওয়াটার একটা বিশেষত্ব ছিলো। কারণ, যুদ্ধকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই পত্রিকাটি ফৌজীদের জন্য প্রকাশিত হ'তো কলকাতা থেকে। আমার ছবি গৌহাটি থেকে পাঠাতাম কলকাতায়। সে ছবি প্রকাশিত হ'লে পর সম্পাদক ছবি প্রতি চার টাকা হিসেবে বিল ক'রে দিল্লীর মন্ত্রণালয়ে পাঠাতেন। সেটা যথাসময়ে পাশ হ'য়ে লাহোর মিলিটারী অ্যাকাউন্টস্-এ নির্দেশ যেতো টাকা পাঠাবার। তারপর একদিন লাহোর থেকে একটি সীল করা রেজেস্ট্রী খামের ভেতর পাঠিয়ে দিতেন সেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি ৪ টাকার চেক্। ব্যাপারটা এখানেই মিটে যেতো না। সেই চেক্ আবার গৌহাটির ব্যাঙ্ক মারফৎ রওয়ানা হ'তো লাহোর থেকে জমার নির্দেশ নিয়ে আসতে। অবশেষে আমার অ্যাকাউণ্টে জমা হ'তো। হিসেব করলে বোঝা যেতো—এই চার টাকার জন্য ডিফেন্স মিনিষ্ট্রিকে কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। খাজনার থেকে বাজনাই ছিলো বড়।

*

ফটো-সাংবাদিকতা আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সুখের নয়। বহু ঝামেলায় কণ্টকিত এর পথ। যদিও ইদানীংকালে বেতন-বোর্ডের (Wage Board) সুপারিশে সাংবাদিকদের বেতনহার বিশেষভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে লাভবান হয়েছেন সামান্য কিছু সংখ্যক স্টাফ্-ফটোগ্রাফার। কিন্তু অসংখ্য ফ্রীলান্সদের সম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা করা হয়নি।

এখানে প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন অবশ্যই আসতে পারে। ফ্রীলান্সদের ছবির জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রের কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে ফ্রীলান্সদের তরফ থেকে কখনো কোনো আলোচনা হয়েছিলো কিনা! আমরা যতদূর জানি, কোনো গোষ্ঠী এসব নিয়ে কোনোদিনই চিন্তা করেন নি। কিন্তু সর্বাগ্রে এটারই প্রয়োজন ছিলো। বিশ্বের উন্নতশীল দেশগুলোতে এভাবেই দু-পক্ষ

আলোচনা ক'রে Reproduction Fee* সম্বন্ধে স্থির করা হ'য়ে থাকে। সুতরাং এদেশেও সে ধরনের একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ফ্রীলান্সদের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা এবং অবহেলা থেকেই যাবে। তাঁরা ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হবেন। কাজের মর্যাদাও পাবেন না।

আর একটি বিষয়কে ভারতবর্ষে আইনসঙ্গত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সেটি হচ্ছে Copyright Act। ফটোগ্রাফারদের স্বার্থে এ-বিষয়টি প্রয়োজনীয়ভাবে তৈরী ক'রে প্রচলন করা না হ'লে বহু ফটোগ্রাফার অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবেন তাঁদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক থেকে।

এসব সমস্যার সুরাহা যতদিন পর্যন্ত না ভারতবর্ষে হবে, ততদিন পর্যন্ত ফটো-সাংবাদিকদের অভিশপ্ত দিনগুলোর অবসান কিছুতেই হবে না।

---

* Reproduction Fee – "Minimum rates of linage payment for news and sports and photographic reproduction, fees are established by agreement between the proprietors and the National Union of Journalists." – *British Press.*

এদেশে বিদেশে

যদি অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এদেশের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত সচিত্র পত্র-পত্রিকাগুলোর হিসেব নেওয়া যায়, তাহ'লে সেটা খুব আশাপ্রদ হবে ব'লে মনে হয় না। হয়তো দেখা যাবে, বেশির ভাগ পত্রিকাই আবির্ভাবের পর আর্থিক দৈন্যতায় এবং অক্ষম পরিচালনায় বিপর্যয়ের ভেতর চরম দৈন্যতায় কিছুকাল জীবিত থেকে তারপর সমাধিস্থ হয়েছে যথাসময়ে। তবে ইদানীংকালে কিছু চটক্‌দার সিনেমা-ফ্যাশন্‌ ইত্যাদি জাতীয় পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে, যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় সংবাদ-ছবি ও ফটো-ফীচার রঙ-বেরঙে ছাপা হচ্ছে। এসব পত্রিকার দৌলতে ফটোগ্রাফাররা কতখানি উপকৃত হয়েছেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। যাই হোক, আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় ভারতের পূর্বাঞ্চলের সচিত্র পত্র-পত্রিকার বিষয়টি খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

এদেশে প্রতি বছরই কিছু না কিছু পত্র-পত্রিকার জন্মলাভ হয় এবং সেভাবে কিছুর মৃত্যুও ঘটে। এ-সবই অকাল-মৃত্যু। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, যাঁদের প্রচেষ্টা শুরু থেকেই পরামুখাপেক্ষী ছিলো তাঁদেরই মৃত্যু ঘটেছে অকালে। অর্থাৎ কিনা তাঁরা নিজেদের পত্রিকাকে স্বাবলম্বী ক'রে তোলার বিষয়ে গাফিলতি ক'রে অপরের কাছ থেকে সাহায্য লাভের আশাই করেছিলেন বেশী।

এ-জাতীয় পত্র-পত্রিকার সঙ্গে কোনো ফটো-সাংবাদিকের সম্পর্ক সুখের হ'তে পারে না। প্রকৃতপক্ষে একজন ফটোগ্রাফার, খুব বেশী না হোক, অন্তত ন্যায্য পারিশ্রমিকটুকু পাবেন এই আশাতেই

এ-লাইনে এগিয়ে আসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থের পরিবর্তে একজন ফটোগ্রাফার যা লাভ করেন, তাতে হতাশ না হ'য়ে পারেন না। হয়তো কিছু পত্রিকা পারিশ্রমিক দেবার কথা উল্লেখ ক'রে থাকেন, কিন্তু সেই পারিশ্রমিকের অঙ্কটা হিসেব করলে দেখা যাবে ওতে ফটোগ্রাফ তৈরী করার খরচটুকু পর্যন্ত মেটানো যাবে না। এহেন অবস্থায় একমাত্র নেহাতই অ্যামেচার ছাড়া আর কেউ ছবি দিতে রাজী হবেন না। এটা অবশ্যই আফশোষের কথা যে, এ-সব পত্রিকার পরিচালকরা কিছুতেই বুঝতে চেষ্টা করেন না—ছবি উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট যাই হোক, কাগজ, ব্লক, আর ছাপা—এ তিনটের খরচ নিকৃষ্ট কিংবা উৎকৃষ্ট—উভয় ক্ষেত্রেই এক হবে। পার্থক্য হবে শুধু সামান্য পারিশ্রমিকের। না হ'লে, এই সামান্য ব্যয় সঙ্কোচ না ক'রে উঁচুমানের ছবি ছেপে পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করলে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

বর্তমান যুগে প্রতিটি উন্নতশীল দেশই তাদের সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সুন্দর-সুন্দর পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন। পরিচালকরা তাঁদের পত্রিকাকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে বহু চিত্র-সম্ভারে প্রতিটি পৃষ্ঠাকে সাজিয়ে তুলছেন আন্তরিকভাবে। এই সব পত্রিকার সফল প্রচেষ্টার মূলে খুঁজে পাওয়া যায় ফটোগ্রাফারদের অনেকখানি দান। কারণ পত্রিকার মূল্যবান প্রবন্ধ, তথ্য-বিবরণ—এসবেরই গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি ক'রে দিচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ফটোগ্রাফ দিয়ে। প্রতিটি পৃষ্ঠাই মূল্যবান হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই আজ সেসব দেশে ফটোগ্রাফের চাহিদা আছে এবং কদর আছে ফটোগ্রাফারের। ওদেশে প্রতিটি পত্রিকাই ফটোগ্রাফের জন্য যে পারিশ্রমিক ধার্য ক'রে থাকে, তারই আকর্ষণে অনেক শিক্ষিত গুণীজন এ-লাইনে এগিয়ে আসেন।

একজন ফ্রীলান্স ফটোগ্রাফারের কতখানি দায়িত্ব নিয়ে সংবাদ ছবি পাঠাতে হয় তার কিছুটা নিচের বিবরণ থেকে অনুমান করা

যাবে। একদা আমি আমেরিকার 'লাইফ' পত্রিকার কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়ে তার উত্তরে যে নির্দেশাবলী পেয়েছিলাম, তার বাংলায় অনুবাদ দেওয়া হ'লো।

'লাইফ' পত্রিকার ফ্রীলান্স ফটোগ্রাফারদের প্রতি বিশেষ নির্দেশাবলী

(১) সব ছবিই গ্লসি কাগজে ৫ × ৭ অথবা ৮ × ১০ ইঞ্চি আকারে মাউণ্ট না-ক'রে পাঠাতে হবে। সাদা-কালোতে উৎকৃষ্ট ছবি হওয়া প্রয়োজন। ছবির tone তেমন ভালো না-হ'লে সে ছবি ফেলে দেওয়াই শ্রেয়। অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে আসল বিষয়বস্তু নজরে তুলে ধ'রে ছবি তৈরি করতে হবে। মনে রাখতে হবে সমস্ত ছবি flat ভাবে পাঠাতে হবে, roll ক'রে নয়।

(২) প্রতিটি ছবির পেছনে ফটোগ্রাফারের নাম থাকা চাই। এমন কি যদি সে ছবি অন্য ফটোগ্রাফারের দ্বারা গৃহীত হ'য়ে থাকে, তাহ'লেও সেই ফটোগ্রাফারের নাম উল্লেখ করতে হবে। মোট ক'খানা ছবি পাঠানো হচ্ছে তার যেন উল্লেখ থাকে।

(৩) প্রতিটি ছবির পুরোপুরি caption কাগজে টাইপ ক'রে ছবির পেছনে সেঁটে দিতে হবে। ছবিতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি থাকলে তাঁদের নাম পরিচয় সঠিকভাবে লিখে দিতে হবে। মোটকথা ছবিটি দেখে একজন লোক তার বিবরণ জানবার জন্য যে সব প্রশ্ন করতে পারে, তার জবাব যেন caption-এ থাকে।

(৪) যে বিষয়-সংক্রান্তের ছবি পাঠানো হচ্ছে তার একটা মোটামুটি বিবরণ সঙ্গে থাকা প্রয়োজন।

(৫) ছবি ফেরত পেতে ইচ্ছে করলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

(৬) যেসব ঘটনার জের তখনো চলছে, সেসব ছবি পাঠাতে একটুও বিলম্ব না করা উচিত। তবে স্মরণ রাখতে হবে, সপ্তাহের যে

শুক্রবারের মধ্যে ছবি 'লাইফ' অফিসে পৌঁছুবে, সে ছবি ছাপা হ'য়ে পরবর্তী শুক্রবার দিন বিক্রয়কেন্দ্রে হাজির হ'য়ে যাবে। সুতরাং 'লাইফ' সম্পাদকের কাছে সোমবারের ছবিও শুক্রবার পর্যন্তই মূল্যবান, তারপরই বেশী বিলম্বের জন্য মূল্যহীন হ'য়ে যাবে।

(৭) লাইফ-সম্পাদকরা সর্বদাই উৎকৃষ্ট ছবি পেতে আগ্রহী। কী ধরনের ছবি সম্পাদকদের পছন্দ হবার সম্ভাবনা, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে হ'লে, লাইফ পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়বস্তুগুলি ভালো ক'রে খেয়াল করা দরকার।

(৮) ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট দিনের উৎসব ব্যাপারের ছবি তুলবার আগে, সম্ভব হ'লে সম্পাদকের কাছ থেকে জেনে নেওয়া ভালো, তাঁর কতখানা ছবির প্রয়োজন, কিংবা আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা।

পেশাদার কিংবা অ্যামেচারদের কাছ থেকে অপ্রয়োজনীয় ছবির প্রাপ্তি-সংবাদ দেওয়া হয় না। ছবি হারিয়ে গেলে কিংবা অফিসে নষ্ট হ'য়ে গেলে লাইফ পত্রিকা সেজন্য দায়ী হবে না।

প্রকাশিত প্রতি ছবির জন্য নিম্নতম দেয় মূল্য পাঁচ ডলার।

ছবি ও চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা: ছবির সম্পাদক, লাইফ পত্রিকা, টাইম অ্যাণ্ড লাইফ বিল্ডিং, রকফেলার সেণ্টার, নিউইয়র্ক সিটি।

লাইফ-এর মৃত্যু

বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন ক'রে যে-সাপ্তাহিক পত্রিকা কৃতিত্বের সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পাঠকের চোখের সম্মুখে মানব-সমাজের জীবন-যাত্রার বিভিন্ন রূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলো, সেই বিখ্যাত 'লাইফ'-এর মৃত্যু হ'লো ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো ৩৬। নিউ ইয়র্কের পত্রিকার মালিকরা জানালেন, টেলিভিসনের প্রসার, অত্যধিক ডাক-ব্যয়বৃদ্ধি এবং বিশেষ ক'রে অনবরত লোকসানের আঘাত—এসবই পত্রিকার অকাল-মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে লাইফ-পরিবারে ৩২০ জন নিযুক্ত ছিলেন প্রডাকসনের কাজে এবং ৩৫০ জন কাজ করেছিলেন প্রকাশন সংক্রান্ত ব্যাপারে। প্রকাশকরা জানিয়েছেন, শেষের চার বছরে তাঁদের আর্থিক লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিলো ৩০০ লক্ষ ডলার।

লাইফ পত্রিকার সঙ্গে এ-লাইনে আমার সম্পর্কস্থাপন করা কয়েকটি ব্যক্তিগত কারণে সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু ফ্রীলান্স হিসেবে বহু পূর্বেই আমার সংযোগ ঘটেছিলো দেশবিদেশের নানা পত্রিকার সঙ্গে। বোধকরি ঐ সব পত্রিকা মারফৎ তৎকালীন বিশ্ব-বিখ্যাত সংবাদ-ছবি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (International News Photos) আমার কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রয়োজন বোধে আমাকে কোলকাতায় কাজ করতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন।* উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ ক'রে এ-লাইনে আরও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের আশায় আমি ওঁদের প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলো নানা ধরনের নির্দেশ। কোথায় কীভাবে ছবি পাঠাতে হবে, কী হ'লে ছবির চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেয়ে অর্থের দিকটা সুবিধা হবে। এই ভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠান সারা বিশ্বময় 'রেডিও-ফোটো' ক'রে ছবির রোজগার কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

আমি ইতিমধ্যে দু'চারবার Air-Mail-এ ছবি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু নির্দেশ এলো—আরও স্পীড্ চাই। ছবি Air Freight-এ পাঠাতে হবে, তাতে লণ্ডনে পৌঁছবে অনেক আগে।

Air freight ব্যবস্থায় সুবিধামতো কাজ করতে ঐ প্রতিষ্ঠান আমার নামে একটি Cable Authority পাঠিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন freight-এ ছবি পাঠিয়েই লণ্ডন অফিসে cable ক'রে ছবি এবং freight-এর বিবরণ জানিয়ে দিই। তাহ'লে লণ্ডন air port থেকেই ওদের লোক প্যাকেটটা নিয়ে গিয়ে অতি সত্বর সর্বত্র ছবি পাঠিয়ে দিতে পারবে। এতে ছবির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। রোজগার হবে বেশী।

---

* অধ্যায়ের শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

এখানে বর্ণিত ফ্রীলান্সদের কাজের ধারা থেকেই বোঝা যায় সংবাদ-ছবির সর্বাধিক গুরুত্ব হচ্ছে সময়মতো সম্পাদকের টেবিলে ছবি পৌঁছে দেওয়া। প্রথম প্রথম air mail ক'রে ছবি বিদেশে পাঠাতে এক-আধদিন বিলম্ব হ'লেও তেমন কিছু যেতো-আসতো না। দূর দেশের ঘটনার বিষয়ের ছবি এখনকার মতো নানা দিক থেকে পাবার সম্ভাবনা থাকতো না ব'লেই বিদেশী পত্রিকায় স্থান পাবার সুযোগ থাকতো বেশী।

*

এখন যুগ বদলে গেছে! এখন স্পীড্ চাই। সবাই তাঁদের ছবি অতি অল্প সময়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে নানা পন্থা অবলম্বন করছেন। আজকাল একদিনের কথা দূরে থাক, এক ঘণ্টার হের-ফেরেই অনেক ভালো ছবির সুযোগ নষ্ট হ'য়ে যায়। এজন্য ফটো-গ্রাফারদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে, কে ছবি আগে পৌঁছে দেবে! **কারণ তাঁরা জানেন যে, ছবির ভালো-মন্দ বিচারের থেকে সময়ের বিচারই প্রধান।** এখানে ছবির ভালো-মন্দ বলতে technical দিকটা বলছি। Technical হিসেবে ছবি উৎকৃষ্ট হ'য়েও বিলম্বে পৌঁছানোর দরুন তার সংবাদ-গুরুত্ব (news value) ক'মে যায় এবং এ-কারণেই তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

এখানে সম্পাদক / এজেন্সি সর্বাগ্রে প্রাপ্ত নিকৃষ্ট মানের ছবি গ্রহণ করেই তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে অগ্রসর হন। সুতরাং দেখা যায় মাত্র একটি ঘণ্টা বিলম্বের জন্য উৎকৃষ্ট ছবি মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে। নিকৃষ্ট ছবিই সম্পূর্ণ মূল্য / মর্যাদা পায় শুধু সময় বিচারে অগ্রণী হয়েই। তাই প্রেস-ফটোগ্রাফিতে সময়ের মূল্য অতি বেশী।

এখানে আর একটি বিষয় বলা প্রয়োজন। যদিও নিউজ এবং ফীচার এই দুটিকেই আমরা প্রেস-ফটোগ্রাফির গণ্ডির ভেতর এনে থাকি, তবুও প্রকৃতপক্ষে এ দুটোর ধারা দু'রকম ব'লে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই উচিত। প্রথমটিই হচ্ছে পুরোপুরি প্রেস-ফটোগ্রাফি,

এবং পরেরটি ফটো-সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত। অনেক উঁচু স্তরের প্রেস-ফটোগ্রাফারকে দেখা যায় ফটো-সাংবাদিকতায় অনভিজ্ঞ, তেমনি আবার বিপরীতভাবে দেখা যায় বহু প্রখ্যাত ফটো-সাংবাদিক সাধারণ প্রেস-ফটোগ্রাফিতে অসমর্থ।

লণ্ডন থেকে

HEADQUARTERS
235 EAST 45TH STREET
NEW YORK CITY

TELEPHONE
CENT. 5641
TELEGRAMS
INEWPHO LONDON

INTERNATIONAL NEWS PHOTOS

71-78 FLEET ST, LONDON, E.C.4.

Nirod Ray Esq.,
56, College Street,
CALCUTTA.

Dear Sir,

Mr. Donald Thomas, our general representative in India, has advised me he has approached you with a view to determining whether you would care to supply us with photographs from the Calcutta area.

We are looking for able, reputable correspondents and will be glad to make the following arrangement with your-

....

বোম্বে থেকে

Dear Sir,

International News Photos, London, whose general interests I protect in India, would welcome your co-operation in extending their pictorial cover in India to *spot news and picture features* of sufficieni interest for absorption in the British, Eureopean and American markets. This can best be achieved, in my opinion, by asking reputed regional photographers in India to line-up with International News Photos for material of the type indicated above.

I would, therefore, ask if you are willing to co-operate in this manner in the region in which you work. If you acquiesce to this arrangement you will be expected to airmail directly to London spot news pictures and picture features intended for distribution in the United Kingdom by INP. Material intended for New York, would, however be expected to be flown directly to me in Bombay, with a covering memo as to what part of it has been forwarded to London. This arrangement would allow me to radio directly to London, or when the service extends to New York *via* London, outstanding picture material. I would also be in a position to select pictures suitable for despatch to New York and to forward them by the direct Bombay – New York air service, which will be in operation any day now.

Payment will vary *between five and ten dollars* for every picture accepted, the price varying with the quality, clarity and presentation of the news subject. Further, reproduction fees will naturally be credited to your account, and there will be a premium for *super or exclusive* material.

I would like to emphasise that *speed in despatch* is a vital consideration in this operation.

If your co-operation in this arrangement is forthcoming, I can assure you it will eventually prove as advantageous to you as I am sure it will be to INP.

This arrangement is subject to confirmation by London, who will maintain all accounts and make all payments.

Yours truly,
(Donald Thomas)

প্রেস-ফটোগ্রাফারের কর্মধারা

সংবাদ-ছবি বলতে আমরা বুঝি News Photographs। এই সংবাদ-ছবির কাজে নিযুক্ত পত্রিকার ফটোগ্রাফারদের বলা হয় প্রেস-ফটোগ্রাফার।

সংবাদ-ছবি সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতিতে সংগৃহীত হ'য়ে থাকে। (১) নিজস্ব ফটোগ্রাফার দ্বারা, (২) এজেন্সি দ্বারা এবং (৩) ফ্রীলান্স ও অ্যামেচার দ্বারা।

পত্রিকার নিজস্ব ফটোগ্রাফার* সর্বদাই তাদের রীতি ও ভাবধারা অনুযায়ী ছবি তুলে আনতে সচেষ্ট থাকেন। অভিজ্ঞতায় তিনি জেনেছেন তাঁর পত্রিকা কী ধরনের ছবি পছন্দ করে। এই 'নিজস্বরা' কর্মধারায় অপর ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে এক, কিন্তু স্বার্থের দিক থেকে পৃথক। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর হ'য়ে কাজ করেন বলেই সকলের ছবির চাহিদা সমান হয় না। তাই একজনের পক্ষে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, অপরের কাছে সেটা হয়তো মূল্যহীন।

---

* নিজস্ব ফটোগ্রাফার। এদেশে পত্রিকার স্টাফ-ফটোগ্রাফাররা বার্তা-সম্পাদকের অধীনে কাজ ক'রে থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডের পত্রিকার স্টাফ-ফটোগ্রাফাররা কাজ করেন তাঁদের Art Editor-এর নির্দেশ মতো। "The Art editor is responsible for pictures ; these are either the work of the Staff photographers (who are part of the editorial staff and regarded as journalists), or they are supplied by picture agencies ; there is also a system of pooling photographs on special occasions." – *British Press.*

নিজস্বরা সবাই দু'একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছবি Scoop * হিসেবে পেতে সচেষ্ট থাকেন। তাছাড়া স্থানীয় কোনো ঘটনায় অন্য দেশের পত্রিকার নিজস্বরা তত বেশী গুরুত্ব দেবেন না, যতটা স্থানীয় পত্রিকার নিজস্বরা দেবেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, কোলকাতার ব্যাপারে দিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বের 'স্থানীয় নিজস্বরা' স্বভাবতই গুরুত্ব কিছু কমিয়ে দেবে। তেমনি ওসব দেশের ছবি কোলকাতায় গুরুত্ব পাবে কম।

ছবির গুরুত্ব যতটুকুই থাকুক না কেন, ছবি পাঠাবার দায়িত্ব সর্বদাই সমান থাকে। তাই আজকাল কোলকাতা, দিল্লী, বোম্বে এবং মাদ্রাজের সংশ্লিষ্ট ফটোগ্রাফাররা রেডিও-ফটো† পদ্ধতিতে ছবি পাঠিয়ে থাকেন এদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে, যার ফলে সর্বত্রই একযোগে সংবাদ-ছবি প্রকাশিত হ'য়ে থাকে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতিতে, অর্থাৎ এজেন্সি ও ফ্রীলান্স ফটোগ্রাফারের মাধ্যমে অনেক পত্রিকা ছবি পেয়ে থাকে। সংবাদ-ছবির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি বা 'নিজস্ব' রাখা সম্ভবপর নয় ব'লে অনেক পত্রিকাই এজেন্সি এবং ফ্রীলান্সদের সঙ্গে ব্যবস্থা করেন। এজেন্সিরা বন্দোবস্ত অনুযায়ী সর্বদাই যথা সত্বর ছবি পাঠাতে ত্রুটি করেন না। এজেন্সির ক্ষেত্রে একটু সুবিধা আছে যে, তাঁদের ছবি পত্রিকা যতগুলোই ব্যবহার করুক, তাঁদের সর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাবেনই। কিন্তু ফ্রীলান্সদের এদিকে একটা অসুবিধা হয় যে, তাঁদের প্রেরিত ছবি ব্যবহৃত না হ'লে কোনো মূল্য পাবেন না। এমনও হ'তে পারে, কোনো ব্যাপারে ছবি তোলার পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে কিছুই পেলেন না।

ফটো সাংবাদিকতার সফলতা নির্ভর করে প্রথমতঃ সংবাদ-জ্ঞানের

---

* Scoop। 'সংবাদ-ছবি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† রেডিও-ফটো। ফটো-টেলিগ্রাফি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(news sense) ওপর, তারপর ফটোগ্রাফির পারদর্শিতা। কোন ছবি কোন পত্রিকার উপযোগী এবং তা কতখানি ব্যবহারযোগ্য হ'তে পারে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। স্টাফ-ফটোগ্রাফার জানেন তাঁর পত্রিকার মন। তিনি এ-বিষয়ে অনবরত নির্দেশ পেয়ে থাকেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের, বিশেষ ক'রে বার্তা-সম্পাদকের কাছ থেকে। কিন্তু একজন ফ্রীলান্স? তাঁকে বুঝতে হয়—কোথায় কতটুকু সুযোগ আছে তাঁর ছবি চলাবার। যেমন, একটি দুর্ঘটনা কিংবা কোনো অনুষ্ঠানের ছবি তুলে তার ভেতর থেকে দু'একটি ছবি দৈনিক পত্রিকায় কাজে লাগানোর পর অবশিষ্টগুলো দিয়ে কোনো সচিত্র সাপ্তাহিকের উপযোগী ক'রে ফীচার হিসেবে গ্রহণযোগ্য ক'রে তুলতে পারেন। এ-ধারায় কাজ করলে বহু ফ্রীলান্স ফটোগ্রাফারই কৃতকার্য হ'তে পারবেন।

সংবাদ-ছবি গ্রহণের প্রধান নিয়ম হচ্ছে—ঠিক সময়মতো যথাস্থানে এগিয়ে যেতে হবে, এবং যথাসময়ে ছবি তুলতে হবে। এ-বিষয়ে একটি বিশেষ সুবিধা (advantage) আছে ফটো-সাংবাদিকদের। তাঁরা যেখানে ইচ্ছে সেখানে চ'লে যেতে পারেন, রীতি অনুযায়ী সঙ্গে স্বীকৃতি-পত্র * (Accredited card) থাকলে আপত্তি করবে না কেউ। এখানে ভয়-সঙ্কোচের প্রশ্ন নেই। এখানে প্রয়োজন ফটোগ্রাফারের একটু dash-push মনোবৃত্তির। একটু সাহস আর বুদ্ধি থাকলেই তাঁদের কাজ হাসিল হবে সহজেই।

তবে, এসব কাজে অনেক সময় কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে

---

* Accredited Card.

এই পরিচয়-পত্র সংশ্লিষ্ট পত্রিকা/প্রতিষ্ঠানের ফটোগ্রাফারের নামে ছবিসহ দেওয়া থাকে। এটি দেখিয়ে ফটোগ্রাফার সরকারী ক্ষেত্র বিশেষে সুযোগ-সুবিধাগুলো পেয়ে থাকেন। সব Accredited Card-এর গুরুত্বমান এক নয়। নিয়ম-কানুনের রকমফের আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ম-কানুন সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

হয়, এবং সেগুলো অতিক্রম করতে হয় নিজেরই বুদ্ধি বিবেচনায়। সব কিছু অসুবিধা অতিক্রম ক'রে কাজ হাসিল করাটাও একজন ফটো-সাংবাদিকের বিশেষ যোগ্যতা ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। তাই, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে না পারলে প্রয়োজনীয় ছবি তোলায় ব্যর্থ হ'তে হবে। ছবি তোলার সুযোগ একবার হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না। তখন নিজের অকৃতকার্যতার সপক্ষে নানা কারণ তুলে ধ'রেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তাঁর অক্ষমতারই সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং একজন ফটো-সাংবাদিকের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে প্রয়োজনীয় ছবি লাভ করা এবং সেটা ঠিক থাকলে তাঁর অন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি, যদি কিছু থাকে, চাপা প'ড়ে যায়। এমন কি, কোথাও অপ্রিয় কিংবা অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের জন্য ফটোগ্রাফার তিরস্কৃত না হ'য়ে পুরস্কৃত হ'য়ে থাকেন। কারণ এখানে কাজ হাসিল হয়েছে, ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসেন নি ফটোগ্রাফার। তবে এটাও মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন যে, অহেতুক অসৌজন্যমূলক ব্যবহার কোনোদিনই বাঞ্ছনীয় নয়। এমন কি বিশেষ তাড়াহুড়োর ভেতরও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত। (আচরণ বিধি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

*

ফটো সাংবাদিকের কার্যধারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঝামেলাপূর্ণ। দৈহিক পরিশ্রম ছাড়া মানসিক পরিশ্রমও নেহাৎ কম হয় না। কারণ, চোখের নিমেষে কখন সংবাদ-ছবির সুযোগ হারিয়ে যায় সেজন্য সর্বদাই তাঁকে সতর্ক (alert) থাকতে হয়, তদুপরি ফটো-টেক্‌নিকের দিকে পুরোপুরি নজর না রাখলে ছবিটাই হয়তো নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে।

একজন ফটো-সাংবাদিকের পেছনে আপদ বিপদও লেগে থাকে। কখন যে কোথায় বিশেষ জরুরী ছবি তুলতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হ'তে হবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই ব'লে কি কেউ কাজে অবহেলা করেন? প্রকৃতপক্ষে ফটো-সাংবাদিকরা শিকারের নেশায়

ক্যামেরা হাতে ক'রে ছোটেন, অবহেলা কোনোদিনই করেন না। তা যদি করতেন, তাহ'লে সারা বিশ্বের ঐতিহাসিক ঘটনার শত শত সংবাদ-ছবি ভবিষ্যতের জন্য দলিল-সাক্ষী হ'য়ে থাকতো না।

ফটো-সাংবাদিককে বিশেষ জরুরী কাজ সম্পন্ন করতে কতখানি দায়িত্ব পালন করতে হয় তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

লণ্ডনের এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস এজেন্সির একজন ফটো-সাংবাদিককে তাসখন্দে পাঠানো হয়েছিলো ১৯৬৬ সালের ভারত-পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীদের বৈঠকের ছবি তোলার দায়িত্ব দিয়ে। মাত্র ৩০ বৎসর বয়স্ক সেই ফটোগ্রাফার (Mr. Brian Calvert) বৈঠকের শেষ দিনের ছবি তোলার কাজ সম্পন্ন ক'রে রাত্রিবেলা খুব নিশ্চিন্ত মনে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ মাঝ-রাত্রিতে তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে খবর দেওয়া হ'লো—ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এইমাত্র হৃদরোগে আক্রান্ত হ'য়ে মারা গেছেন। অমনি ক্যামেরা হাতে ছুটলেন সেই ফটোগ্রাফার। ছবি তুললেন চিরনিদ্রায় শায়িত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর। সেই ছবি তক্ষুনি Wire Photo ক'রে পাঠানো হ'লো তাঁদের লণ্ডন-অফিসে। লণ্ডন-অফিস সেই গুরুত্বপূর্ণ ছবি ছড়িয়ে দিলো পৃথিবীর সর্বত্র।

এই অতি-জরুরী ছবি পাঠাবার জন্য সারা রাত ধ'রে সেই ফটোগ্রাফারকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। তারপরেও কি বিশ্রাম করার সুযোগ পেয়েছেন? তখন একটুও ফুরসৎ পাননি, কারণ লণ্ডন থেকে সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ এসেছিলো তাঁকে তাসখন্দ থেকেই অবিলম্বে দিল্লী যেতে হবে। তাই ভোর না-হতেই যে বিশেষ বিমানখানি দিল্লী রওয়ানা হ'লো, তাতেই ব্যবস্থা ক'রে নিলেন ফটোগ্রাফার। তাঁর বিশ্রাম করার সুযোগ হয়েছিলো শুধু দিল্লী পর্যন্ত বিমানপথে ভ্রমণের সময়টুকুই। ঐটুকু সময় বিমানে ব'সে ব'সে একটু ঝিমিয়ে-ঘুমিয়ে নিলেন। দিল্লীতে নেমেই আবার তাঁকে

ওখানকার ছবি-তোলার কাজ শেষ করতে হ'লো এবং মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে সেগুলো Wire photo ক'রে লণ্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো।

এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তাসখন্দের শেষ বৈঠক থেকে দিল্লীর কাজ শেষ করা পর্যন্ত সেই ফটোগ্রাফার কখন কোথায়, কতটুকু অবসর পেয়েছিলেন তাঁর হিসেব রাখেন নি। এমন কি তিনি স্মরণ করতেও পারছিলেন না কোথাও কিছু খেয়েছেন কি না। এমনই এক অদ্ভুত পরিস্থিতির ভেতর সেই ফটোগ্রাফার আবার বিমানে চেপে চ'লে গেলেন লণ্ডনে। সেখানে গিয়েই তাঁর দৈনন্দিন কাজের ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে দেবার পর যেন স্বাভাবিক বোধ করলেন সেই ফটোগ্রাফার।

*

ফটো-সাংবাদিকতায় **কাজের অভ্যাস** (practice) বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এ-কাজের মধ্যে দুটো বিষয়কে ধরা হয়, নিউজ-টেক্‌নিক এবং ক্যামেরা টেক্‌নিক। এই দুটো বিষয়ে অভ্যস্ত না থাকলে কাজের সময় কিছুই করা যাবে না। কোথাও গিয়ে, কী ধারায় এবং কতখানি গুরুত্ব দিয়ে ছবি তোলা হবে—সেসব বিষয় নিউজ টেক্‌নিকের অন্তর্গত হবে। আর ক্যামেরা-টেক্‌নিকে চিন্তা করতে হবে, ক্যামেরার সবকিছু ঠিক আছে কিনা, ফ্ল্যাশ-ব্যবস্থা চালু আছে কিনা। কারণ, দিনের বেলা রোদের ভেতরও আলোর বিপরীত (against light) দিক থেকে ছবি তুলতে ফ্ল্যাশ-আলোর প্রয়োজন হ'তে পারে। তাছাড়া ফোকাস, অ্যাপারচার—এগুলো তো স্বাভাবিকভাবে থাকবেই।

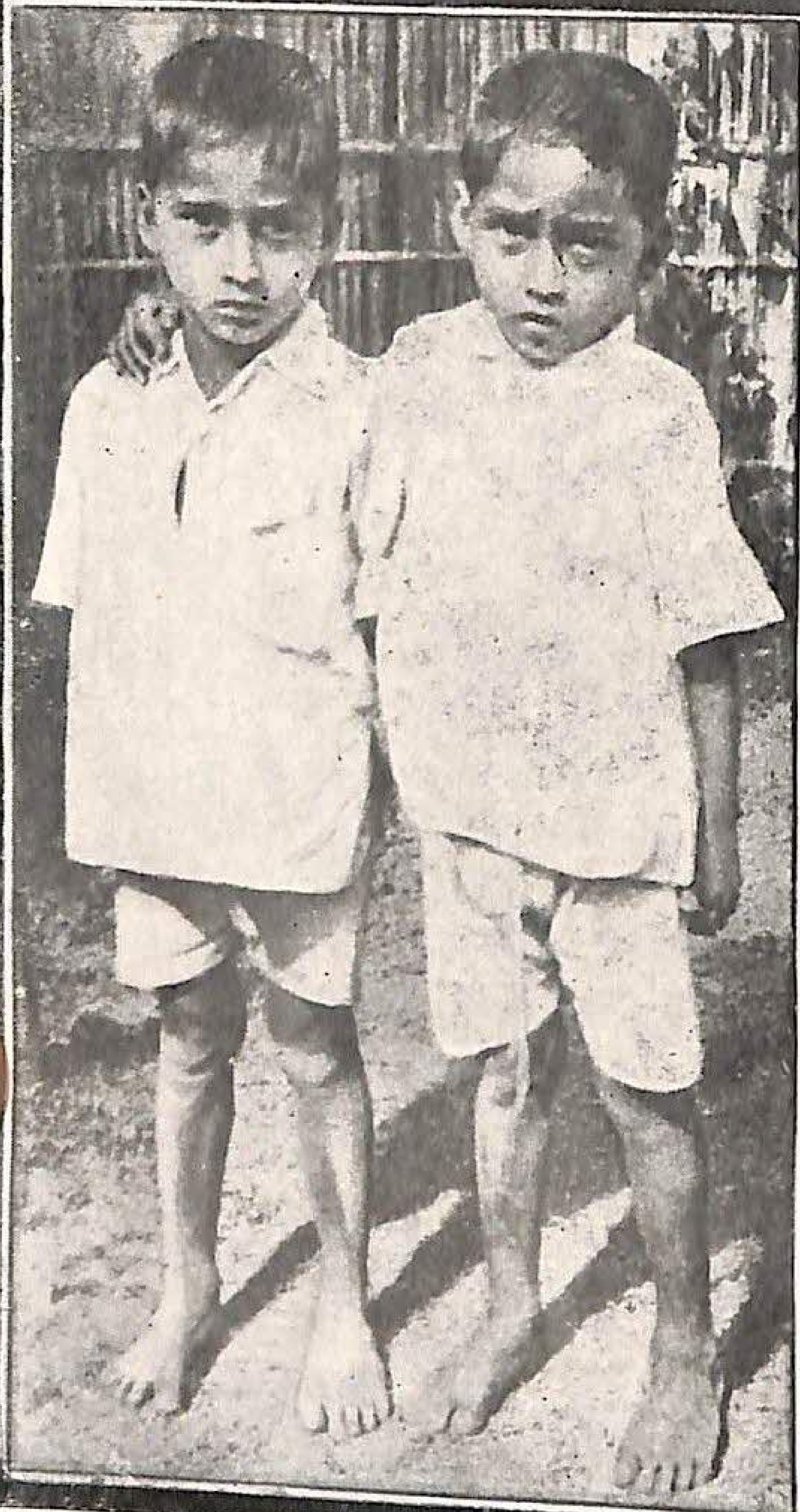


স্বাধীনতার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কোলকাতার রাজভবনে গার্ড-অব-অনার নিচ্ছেন। বাঁ-দিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে ফটোগ্রাফার ছুটে যাচ্ছেন ওপরের দৃশ্যটি তুলতে। প্রধানমন্ত্রী তখন অভিবাদন গ্রহণ করছেন। (১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাস। গাড়িতে তখনো বৃটিশের প্রতীক রাজমুকুট ছিলো।)



তারপর তিনি যখন গার্ড-অব-অনার পরিদর্শন করতে এলেন, তখ্‌নি আবার ফটোগ্রাফার ছুটে উপযুক্ত স্থানে এসে পাশের ছবিটি তুললেন।







PROBLEM FOR PHRENOLOGISTS.—From Assam comes this picture of a boy with a peculiarly shaped head. It is rather rare, and phrenologists (those who predict character from the shape, features, etc., of the head) should find it interesting.—Photo, Nirod Ray.

LEFT: *GUESS WHO'S WHO—Twins from Nepal, said to be so alike that none but their mother can make out which is which.* Photo, Nirod Ray.

এ-ধরনের মজার ছবি অনেক পত্রিকার সম্পাদক পছন্দ করেন।

(বিপরীত পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত একটি ফটো-ফীচার।

DURGA PUJA FESTIVITIES IN WEST BENGAL





The Durga Puja is celebrated with great enthusiasm throughout Bengal, as these pictures show. Above : Performance of the "arati" ceremony before Mother Goddess Durga, to the accompaniment of the beating of drums and the burning of incense. Left : A richly decorated image of Durga.





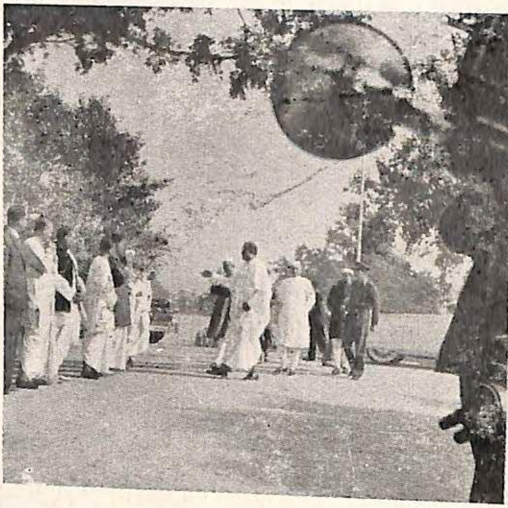
Above : Ganesh, son of Durga, whose blessings are invoked for victory. Right : The fight between Maheshasura and Durga.

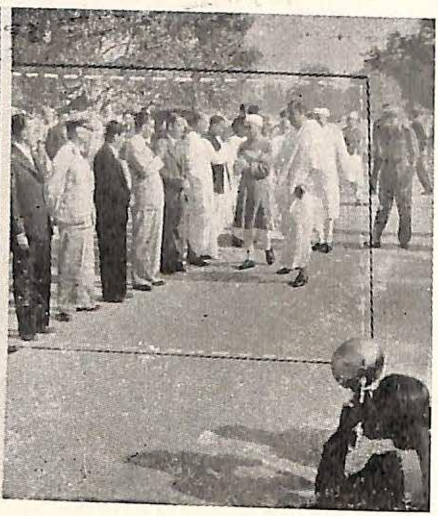


Above : Married women assemble in the temple in their hundreds to offer vermillion to Durga. Below : After the worship, women apply vermillion on each other's foreheads. Left: Display inside a Puja pandal of images (from right to left) of Ganesh, Lakshmi (Goddess of Wealth), Durga, Saraswathi (Goddess of Learning) and Kartik (God of War).









গান্ধীঘাটে নেহেরু। বাঁদিকের ছবিটি একজন অনভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের তোলা। ডানদিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন অভিজ্ঞ পেশাদার ফটোগ্রাফার কীভাবে সঠিক মুহূর্তে ছবি তুলছেন। অনভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের ছবিতে ত্রুটী হচ্ছে বেঠিক সময় ছবি তুলেছেন, আর তখন ভিউফাইণ্ডারে ভালো ক'রে দেখেননি ডানদিকের অবাঞ্ছিত বস্তু ছবিতে এসে গেছে কিনা।

কাঞ্চিপুরমে মন্দির প্রাঙ্গণে তোলা। (বাঁদিকে) অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের সঠিক ছবি এবং (ডানদিকে) অনভিজ্ঞের বেঠিক ছবি।





সংবাদ-ছবি

সচরাচর পত্র-পত্রিকায় যে ধরনের সংবাদ-ছবি ছাপা হ'য়ে থাকে, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে তিনভাগে ভাগ করা চলে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে এই ছবিগুলোর সময়কাল তুলনা ক'রে incidents ও assignments ভাগ করা যায়।

অতীত (যা ঘটেছে)॥ বড় রকমের দুর্ঘটনা, ঝড়-তুফানে ক্ষতি, বন্যা ও খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি—যেসব বিষয়ের ছবি গিয়ে তুলে নিয়ে আসতে হবে। যথাসত্বর তুলে এনে হাজির করতে হবে এসব ছবি।

ভবিষ্যৎ (যা ঘটবে)॥ জনসভা, নানা বিষয়মূলক সভা/আলোচনা, উৎসব, মিছিল, খেলাধূলা ইত্যাদি যেসবের স্থান-কাল আগে থেকেই নির্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। শুধু সেখানে যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ছবি তুলে আনা।

বর্তমান (যা হঠাৎ ঘটলো)॥ এ ধারার ছবিগুলোর বিষয়বস্তু বা গুরুত্ব বিষয়ে আগে থেকে কিছুই বলা চলে না। এসব পুরোপুরি নির্ভর করে ঘটনার সুযোগ-সুবিধা এবং ফটোগ্রাফারের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর। এখানে news sense থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

এখন, যেরকম সংবাদ-বিষয়ই হোক, একজন ফটোগ্রাফারকে ছবি আনতে হবে তাঁর সংশ্লিষ্ট পত্রিকার/এজেন্সির চাহিদা মতো। এই চাহিদার কথা স্মরণ করেই ফটোগ্রাফারকে ছবি তুলতে হয় তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে। তাই ফটোগ্রাফারদের ভেতর কেউ তোলেন মাত্র দু'একখানা ছবি, আবার কেউ তোলেন নানা রকমারীভাবে বেশী ছবি। ছবি বেশী থাকলে তার সঙ্গে কিছু তথ্য-বিবরণ বিশেষভাবে

সংযোগ ক'রে অনেক সময় সামান্য বিষয়কেও আকর্ষণীয় ক'রে তোলা যায়। এখানে ফটোগ্রাফারই বিবেচনা করবেন তাঁর ছবি তেমন ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ আছে কি না।

শ্রেণীবদ্ধ তিনটি ভাগের ভেতর বর্তমান (হঠাৎ ঘটা) ছবির মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, এ-শ্রেণীর ছবি তোলার সুযোগ অতর্কিতে আসে, এবং সেটা ক্যামেরায় তোলা কার বরাতে জুটবে, কিংবা আদৌ কোনো ফটোগ্রাফার তুলবার সুযোগ পাবেন কি না— তা কেউ জানে না। তাই, কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি তুলতে পারলে সেটা দলিল হিসেবে অত্যধিক মূল্যবান হ'য়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির মৃত্যুকালীন ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে, একজন অ্যামেচার তাঁর মুভী-ক্যামেরায় শখ ক'রে একটা বাড়ির জানালা থেকে প্রেসিডেন্টের আগমনের ছবি তুলছিলেন। চোখে ক্যামেরা রেখে ছবি তুলে যাচ্ছেন, আর তখনই হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হ'য়ে এত বড় একটা ব্যাপার ঘ'টে গেলো। তখন এই ভদ্রলোক যে ভয়ে ক্যামেরা বন্ধ ক'রে পালিয়ে যাননি, উপরন্তু ক্যামেরা চালিয়ে গিয়েছিলেন—সেটাই তাঁর কৃতিত্ব। আর এই কৃতিত্বের জন্যই তাঁর ছবিগুলো মহামূল্যবান হ'য়ে দাঁড়ালো। একমাত্র সাক্ষী হিসেবে র'য়ে গেলো তাঁর এই ছবি। আর সেটাই তাঁকে এনে দিলো অজস্র অর্থকড়ি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি হবে অতীতের (যা ঘটেছে) বিষয়গুলো। কারণ এগুলো অনেকটা রুটিন-মাফিক কাজ। এর মোটামুটি গুরুত্ব অফিসে বসেই অনুমান হয়। তাছাড়া নির্ভর করে ফটোগ্রাফারের অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার ওপর। বলা যায়না, ঘটনা বেশী গুরুত্বপূর্ণও হ'তে পারে।

ভবিষ্যৎ (যা ঘটবে) শ্রেণীর ছবিগুলো নেহাতই তৃতীয় শ্রেণীর। এসব ছবি তুলতে ফটোগ্রাফাররা গুরুত্ব মোটেই দেন না। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে spot-এ হাজির হলেই চলে।

একেবারে গুরুত্বহীন সংবাদ-ছবি হিসেবে গণ্য করা হয়—যখন সাজিয়ে-গুছিয়ে 'Just a minute please.' ব'লে ছবি তোলা হয়। যেমন, কোনো V. I. P.-র সঙ্গে গ্রুপছবি, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির রেডিও-বক্তৃতার ছবি। (রেডিও বক্তৃতার ছবি বক্তৃতার সময় তোলা নিষেধ আছে, তাই আগে কিংবা পরে তুলতে হয়।)

শুধু পোর্টরেট-ছবিও সংবাদের গণ্ডিতে আসতে পারে, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংবাদ জগতে উল্লেখযোগ্য ব'লে বিবেচিত হন। নানা ধরনের বিশিষ্ট কাজের জন্য, এমন কি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরাও সংবাদ-ছবির জন্য বিবেচিত হ'য়ে থাকেন। এখানে সংবাদ-পোর্টরেট দু'ধরনের হতে পারে—একটি সোজাসুজি Identity / passport গোছের, অপরটি কিছু স্বাভাবিক পরিবেশে একটু নূতনত্ব রেখে। এটা বোঝাতে হয় সামনে, পেছন বা আশেপাশে suggestive কিছু দেখিয়ে।

সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ

সংবাদ-ছবির ভেতর সম্পাদক scoop এবং exclusive—এই দু'টির বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন। ফ্রীলান্স বা নিজস্ব যে কোনো ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে এই পর্যায়ের ছবি পেলে তার ব্যবহার করবার জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা করবেন। কারণ ঐ পর্যায়ের ছবি একটি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদর পায় এবং পত্রিকামহলেও সমাদর লাভ করে।

পত্রিকামহলে scoop কথার অর্থ হচ্ছে, যে সংবাদ বা ছবি আর কোনো রিপোর্টার বা ফটোগ্রাফার পান নি। তাই একটি স্কুপ-ছবি প্রকৃতপক্ষে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হ'লেও, সম্পাদক শুধু বিশেষত্বর জন্য সেটিকে ব্যবহার করতে অবশ্যই চেষ্টা করেন। 'নিজস্ব'রা স্কুপ-ছবির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন।

ফ্রীলান্সদের কাছে exclusive ছবি বিশেষ সহায়ক। কারণ

বাইরের যে কোনো সম্পাদক একটি স্বতন্ত্র-ছবি পেলে সেটাকে বেশী প্রাধান্য দেবেনই। তাই exclusive ছবি প্রকাশিত হবার সুযোগ সর্বদাই বেশী এবং কয়েকটি এই ধরনের ছবি পাঠাতে পারলেই ফটো-গ্রাফারের অর্থ-কড়ির সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

Exclusive ছবির জন্য সর্বদাই প্রত্যেক জরুরী ঘটনা/ব্যাপারের ছবি একটু বেশী ক'রে তুলতে হয়। তাহ'লে যতগুলো নেগেটিভ থাকে ততগুলো পত্রিকাতে exclusive ছবি হিসেবে দেওয়া চলে। তবে একই বিষয়বস্তুর ছবি, একই স্থান থেকে তুলে exclusive করা উচিত নয়। কিছুটা পার্থক্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

*

প্রেস-ফটোগ্রাফি, ক্যামেরা রিপোর্টিং, নিউজ ফটোগ্রাফি—এসবই ফটো-সাংবাদিকতার সমার্থ। কমার্শিয়াল ও অ্যাড্‌ভারটাইজিং-ফটোগ্রাফির কিছুটা অংশ এর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে থাকে। তবে সেটা একটু স্বাতন্ত্র্য রেখে।

খেলাধূলার ফটোগ্রাফ

SPORTS & GAMES

প্রেস ফটোগ্রাফিতে খেলাধূলার ছবির (sports pictures) একটি বিশেষ স্থান আছে। যদিও এসব ছবি তোলার স্থান-কাল পূর্বেই ঠিক হ'য়ে থাকে, তবুও সব সময় এটাকে পূর্বে বর্ণিত 'যা ঘটবে'র পর্যায়ে রাখা উচিত নয়। তবে, যতক্ষণ পর্যন্ত খেলাধূলা সংক্রান্ত ছবি তোলা হচ্ছে, ততক্ষণ এটাকে সেই পর্যায়ভুক্ত করা চলে। কিন্তু যেইমাত্র খেলাধূলার বাইরে অন্য কিছু ঘটনায় চ'লে যায়, তখনি সেটা এসে পড়ে বিশেষ সংবাদ-ছবির পর্যায়। একটা কিছু ঘটনা হঠাৎ ঘ'টে যাওয়াই তো হচ্ছে 'সংবাদ', এবং ফটোগ্রাফাররা অপ্রত্যাশিত এই ঘটনার ছবি চট্‌পট তুলে নিয়ে সংবাদ-ছবি হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব পেতে পারেন। কারণ এ-ছবির জন্য কোনো ফটোগ্রাফারই প্রস্তুত ছিলেন না।

খেলাধূলার ছবিতে একটা বিশেষত্ব থাকে। যে-খেলার দৃশ্য দর্শকের চোখের সামনে, অথবা কিছু দূরে (ফুটবল, ক্রিকেট) নিমেষেই বদলে যাচ্ছে, তার কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তকে ফটো-গ্রাফাররা ছবিতে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। Telephoto lens দিয়েই হোক, অথবা অতি নিকটে গিয়েই হোক, তাদের এক-একটি ছবি এমন চিত্তগ্রাহী হয় যে, সে ছবি দেখা-মাত্রই মনের ভেতরে একটা বিশেষ অনুভূতি জাগে। খেলাধূলায় সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের একটি উত্তেজনা মুহূর্তকে এত সুন্দরভাবে ধ'রে রাখতে শুধু প্রেস-ফটোগ্রাফাররাই পারেন। এঁরা খেলাধূলার নানা

ধরনের action picture তুলবার জন্য বিশেষ প্রকারের ক্যামেরা এবং সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখেন।

ক্যামেরা ও সরঞ্জাম

ক্যামেরা ও সরঞ্জামের পার্থক্য হয় ছবি তোলার প্রয়োজন অনুপাতে। খেলাধূলার ভেতর নানা বিষয় আছে, এবং প্রকৃত কী ধরনের ছবির প্রয়োজন—সেই বুঝে ক্যামেরার ব্যবহার করতে হবে। তা হ'তে পারে অতি সাধারণ কিংবা অতি মূল্যবান।

তবে এটা ঠিক যে মূল্যবান ক্যামেরা হলেই ভালো ছবি হয় না। ছবি তুলবার কায়দা (technique) জানা থাকলে, অতি সাধারণ ক্যামেরা দিয়েই ভালো ছবি পাওয়া যেতে পারে। অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের হাতে যদি একটি সাধারণ ক্যামেরা থাকে, তাহ'লে তিনি যথাসম্ভব slow action ছবি তুলবেন। খেলার মাঠে গিয়ে কিছুটা দূর থেকেই ১/৬০, ১/১২৫ স্পীডে ছবি তুলে কাজ হাসিল করবেন। না হ'লে কাছ থেকে action ছবি তোলার (ফুটবল, দৌড়-ঝাঁপ) প্রয়োজন হ'লে ভালো লেন্সের (অন্ততঃ f৪'৫) ক্যামেরার প্রয়োজন হবে এবং তার শাটার-স্পীড্ হ'তে হবে ১/২৫০, ১/৫০০ পর্যন্ত। এমন কি আরো বেশী স্পীড্ প্রয়োজন হ'তে পারে।

সাধারণত প্রেস-ফটোগ্রাফাররা এ-সব ছবির জন্য বড় আকারের Press cameraতেই ছবি তোলা পছন্দ করেন। কারণ বড় আকারের ছবিতে অনেকখানি area নিয়ে ছবি তুলতে সক্ষম হন। উপরন্তু এ-সব ক্যামেরার প্লেট/ফিল্মপ্যাক ব্যবহার করা চলে ব'লে, সঙ্গে-সঙ্গেই ডেভেলপ করার সুযোগ পাওয়া যায়। যদিও অনেকে আজকাল ৩৫ মিঃ মিঃ ক্যামেরা প্রেস-ফটোগ্রাফির জন্য ব্যবহার ক'রে থাকেন, তাঁরা অনেকক্ষেত্রে ঐসব তোলেন কোনো সাপ্তাহিক/মাসিক জাতীয় পত্রিকার জন্য। না হ'লে কোনো দৈনিক পত্রিকার জন্য এতগুলো (৩৬ খানা) ফটোগ্রাফ প্রয়োজন হয় না।

কিছু ক্ষেত্রে খেলাধূলার ছবি তুলতে long focus/telephoto লেন্সের ব্যবহার প্রয়োজন হয়। বিশেষ ক'রে ক্রিকেট খেলায়। কিন্তু এই জাতীয় লেন্সের ছবি স্বাভাবিক লেন্সের (normal lens) ছবি অপেক্ষা ভালো হয় ব'লে মনে হয় না। বরং দেখা যায় কিছু ত্রুটি থাকে। এমনিতে ছবিগুলো flat মনে হয়, তাছাড়া perspective-এর গোলমাল চোখে ধরা পড়ে। জলের খেলায় (aquatic sports) long focus লেন্সে ছবি তোলার সুবিধা পাওয়া যায়। প্রেস-ফটোগ্রাফির জন্য স্বাভাবিক লেন্স অন্ততঃ f ৪·৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপযোগী ভিউফাইণ্ডার

প্রেস-ফটোগ্রাফির ক্যামেরায় viewfinder একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ। কয়েক রকম ভিউফাইণ্ডারের ভেতর wire viewfinder, অর্থাৎ সোজাসুজি দেখবার ব্যবস্থাকে খেলাধূলার জন্য উপযোগী ব'লে মনে করা হয়। Wire viewfinder দিয়ে সুবিধা হচ্ছে যে, ক্যামেরা চোখে রেখে সম্মুখের বিষয়বস্তুর (object) প্রতি সরাসরি নজর রাখা যায় এবং সঠিক মুহূর্তে শাটার টিপে প্রয়োজনীয় ছবি পেতে সুবিধা হয়। অন্য রকমের ভিউফাইণ্ডারে এ-ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় না। কাঁচের ভেতর দিয়ে optical finder কিংবা কোনো reflex finder হ'লে, খেলাধূলার ছবি তোলায় একটা অসুবিধা হবে যে, কোনো দ্রুত-গতিশীল বিষয়বস্তু (fast moving objects) ভিউফাইণ্ডারের এলাকার ভেতর আসবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে পারা যাবে না সেটা কতো দূরে আছে। কিন্তু wire viewfinder হ'লে চতুর্দিকের সব কিছু স্বাভাবিক ভাবেই দেখতে পাওয়া যাবে, এবং ছবির এলাকার ভেতর এলেই শাটার টিপে দিলে চলবে। আধুনিক বহু ক্যামেরায় Albada type ভিউফাইণ্ডার সংযুক্ত করা থাকে। এই ভিউফাইণ্ডার আসলে optical প্রথায় থাকলেও ছবি তোলার সময় দৃষ্টিপথে চার পাশেই

অতিরিক্ত ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়। তারই ভেতর সাদা-লাইনে চিহ্নিত থাকে প্রকৃত ছবির ক্ষেত্র। সুতরাং এ-জাতীয় optical viewfinder দিয়ে কাজের সুবিধা অবশ্যই পাওয়া যায়। Reflex finder পদ্ধতিতে বেশ কিছুটা অসুবিধা বোধ করতে হয়। প্রথমত ক্যামেরা কোমর অব্দি উঁচুতে রেখে মুখ নীচু ক'রে ভিউফাইণ্ডারে দেখতে হয়। নীচু level থেকে ছবি তুলতে অসুবিধাও যথেষ্ট, তদুপরি বেশী অসুবিধা মনে হয় যখন গতিশীল বিষয়বস্তু ভিউফাইণ্ডারে বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করে। এটা অনভ্যস্তদের কাছে এক বিশেষ অসুবিধা। তবে যদি রিফ্লেক্স ক্যামেরায় direct viewfider-এর ব্যবস্থা থাকে, তাহ'লে তা দিয়ে কাজ করাই ভালো।

নানা বিষয়ের খেলাধূলা

নানাপ্রকার খেলাধূলার ছবি তোলার বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হচ্ছে।

ফুটবল খেলায় গোল-পোস্টের কাছ থেকে ছবি তুলতে ১/৫০০, ১/১০০০ পর্যন্ত শাটার-স্পীড্ লাগতে পারে। রাগবী/হকি এ-সবও একই ধরনের ব্যাপার ব'লে একই প্রথায় ছবি তুলতে হবে। কিছু দূরে কর্ণারের দিকে গ্যালারী থেকে telephoto দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ১/২৫০ স্পীড্ হলেই চলবে।

ক্রিকেট মাঠে ছবি তুলতে হবে উঁচু থেকে—যাতে background হিসেবে মাঠের pitchটা দেখতে পাওয়া যায়। নিকটে যাওয়া সম্ভব নয় ব'লে telephoto lens লাগবে এবং action ছবির জন্য ১/৫০০ হ'লেও চলবে।

টেনিস এবং ব্যাডমিণ্টন খেলার ছবি তুলতে ভালো পজিশন হচ্ছে net-এর এক মাথা থেকে এবং কিছুটা উঁচু viewpoint থেকে। নিয়ম হচ্ছে, ফোকাস করা থাকবে একটি নির্দিষ্ট এলাকায়, সেখানে খেলোয়াড়দের বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা মুহূর্তে ধরতে হবে। কিছুটা



ঐতিহাসিক ঘটনা।

(ওপরে) কোলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মহাত্মা গান্ধীর বেলিয়াঘাটার শান্তি-সভার একটি দৃশ্য।

(নিচে) ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল স্বাধীনতার প্রথম মুহূর্তে শপথ-বাক্য পাঠ করছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।





২৩শে জানুয়ারী '৪৮। রাজ্যপাল রাজাজীর সম্মুখে শপথবাক্য পাঠ করছেন। মধ্যস্থলে দেখা যাচ্ছে মুখ্যসচিব সুকুমার সেনকে। পেছনে দণ্ডায়মান মন্ত্রীদের ভেতর আছেন—নলিনীরঞ্জন সরকার, হেমচন্দ্র নস্কর এবং কালীপদ মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে এঁরা সবাই অতীত মাত্র।





ডাক্তার রায় (ডানদিকে) চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, (বাঁদিকে) বীরভূমের বাউলের সঙ্গে।



সঠিক স্থান থেকে। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল সরোজিনী নাইডুর হাওড়া স্টেশনে গার্ড-অব-অনার পরিদর্শন।

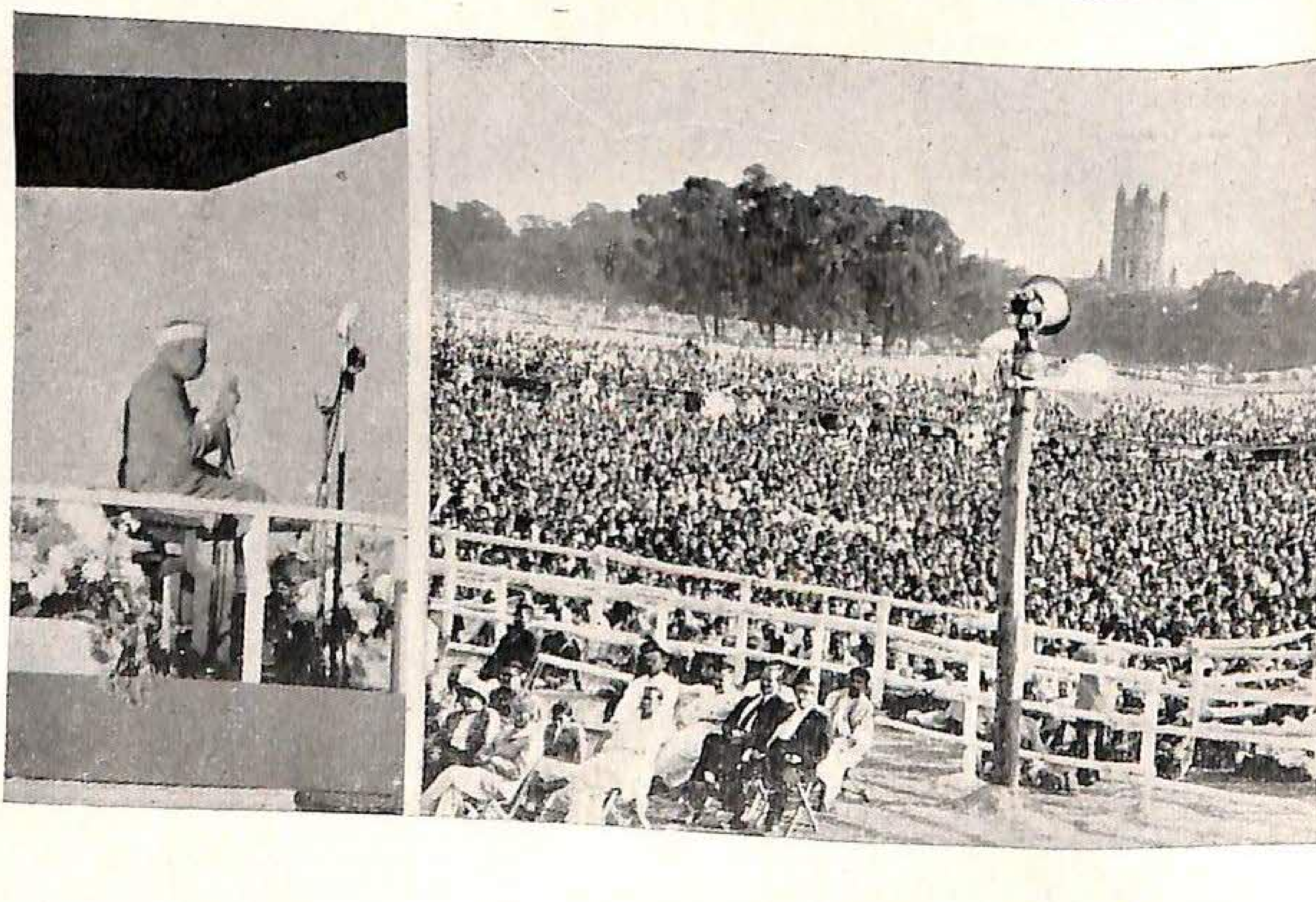
সঠিক মুহূর্তে তোলা। কলকাতার রাজভবনে সরিপুত্ত ও মহামগ্যলনার পবিত্র পূতাস্থি-আধারে নেহেরুর পুষ্পার্ঘ।



শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জনৈক বিদেশী ছাত্র তাঁর ডিগ্রী নেবার সময় আচার্য নেহেরুর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।



দুটি ছবি মিলে একটি বিষয়।
কোলকাতার ময়দানে বিশেষভাবে আয়োজিত একটি জনসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বক্তৃতা করছেন। ডানদিকে সমবেত জনতার একাংশ।



দূরত্ব থেকে ছবি তোলা হয় ব'লে depth of focus যথেষ্ট পাওয়া যায়। শাটার স্পীড্ ১/৫০০, ১/১০০০ প্রয়োজন হয়।

ঘোড়দৌড়ের ছবি start অথবা finish-এর কাছাকাছি সময় তুলতে হয়। long focus lens বিশেষ প্রয়োজন হয় না। শাটার স্পীড্ ১/৫০০ পর্যন্ত হ'লেই চলে।

মোটর-রেস, স্কেটিং, স্কীইং—এ-সব ছবির জন্য ১/২৫০ থেকে ১/৫০০ স্পীড্ প্রয়োজন হয়। মোটর-রেসে view-point ঠিক ক'রে রাখা চলে, কিন্তু স্কেটিং, স্কীইং-এর বেলায় প্রয়োজন মতো স্থান ও view-point বদলাতে হবে।

বক্সিং আর কুস্তির ছবি তুলতে হয় যথাসম্ভব নিকট থেকে। এই ঘুষোঘুষি আর ধস্তাধস্তির ছবি খুব সুন্দর হয় যদি তেমনিভাবে নানা ভঙ্গিসহ তুলতে পারা যায়। ফ্ল্যাশ প্রয়োজন, ১/২৫০ স্পীড্ হ'লেই চলবে।

সাঁতার-ডাইভিং-এর ছবি দিনের উজ্জ্বল আলোতে তোলা ভালো। আকাশ অথবা পরিষ্কার ব্যাকগ্রাউণ্ডে ছবি ভালো হবে। ১/৫০০ পর্যন্ত স্পীড্ প্রয়োজন।

দৌড়-প্রতিযোগিতা ধরনের ছবি হ'লে অনেকটা ঘোড়দৌড় এবং মোটর-রেসের মতোই ছবি তুলতে হবে। ১/৫০০ পর্যন্ত স্পীড্।

*

বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, রস-বোধ এবং লেখার ক্ষমতা থাকলে, সংবাদ পরিবেশন করতে কিছুমাত্র কঠিন মনে হবে না।

ম্যাগাজিন-ফটোগ্রাফি

MAGAZINE-PHOTOGRAPHY

সবদেশেই জনপ্রিয় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সচিত্র পত্র-পত্রিকার ওপর ফটো-সাংবাদিকরা অনেকখানি নির্ভরশীল থাকেন। এসব পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে ফটোগ্রাফাররা লাভবান হ'য়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়ে থাকেন যথেষ্ট।

এদেশে এবং বিদেশে সচিত্র পত্রিকাগুলোতে বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক ছবির চাহিদা হ'য়ে থাকে যেগুলোকে সাধারণভাবে ম্যাগাজিন-ফটোগ্রাফ বলা হয়। এতে যেমন একদিকে social function (পার্টি, ডিনার, মিটিং) অনুষ্ঠানের সংবাদ-ছবি স্থান পায়, অপরদিকে তেমনি ফ্যাশন, গৃহসজ্জার বিবিধ দ্রব্যসম্ভারের ছবিও ছাপা হ'য়ে থাকে বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বার্থে। সুতরাং এসব ম্যাগাজিন-ফটোগ্রাফির জন্য একজন নানা বিষয়ে দক্ষ ফ্রীলান্সকেই সচরাচর মনোনীত ক'রে থাকেন। এই ফটোগ্রাফাররা হয় পুরোপুরি স্বাধীনভাবে, আর নয়তো কোনো এজেন্সির মারফৎ কাজ ক'রে থাকেন।

ম্যাগাজিন ফটোগ্রাফির কাজ একমাত্র বড় বড় মহানগরীতে—যেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় সচিত্র পত্র-পত্রিকার প্রচলন আছে—সেখানেই হ'য়ে থাকে। তাই ফটোগ্রাফারদের সুযোগ-সুবিধাও এ-সব স্থানেই হওয়া সম্ভব। ওখানেই শিল্প, কলা, সাহিত্য, সিনেমা, থিয়েটার—এ-জাতীয় নানা বিষয়ের ছবি পত্র-পত্রিকাকে আকর্ষণীয়ভাবে রূপদান করতে পারে। এখন রঙীন ছবি ছাপার রেওয়াজ হওয়াতে ফটো-

গ্রাফের চাহিদাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এদেশের তুলনায় বিদেশের চাহিদাই বেশী। এদেশে শুধু বোম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ আর কোলকাতা—এই চারটি স্থানে এসব ছবি ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু পত্রিকা আছে। কিন্তু সব পত্রিকাই যে ফটোগ্রাফের জন্য ভালো পারিশ্রমিক দেন সেকথা বলা যায় না।

ম্যাগাজিন লাইনের ফটোগ্রাফারদের এক হিসেবে আমরা কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফার বলতেও পারি। কারণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার চাহিদা অনুযায়ী যে ধরনের ছবি তুলতে হয়, তার জন্য বিশেষ ধরনের মূল্যবান ক্যামেরা এবং সরঞ্জামের ব্যবস্থাও রাখতে হয় তাঁকে। ম্যাগাজিন ফটোগ্রাফাররা স্বভাবত সংবাদ-ছবি (news photo) নিয়ে বেশী উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কারণ এসব ছবিতে পরিশ্রমের তুলনায় যে-অর্থ পাওয়া যায়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী রোজগার হয় কমার্শিয়াল ছবি তুলে। এঁরা, বড় বড় প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী-থিয়েটার-সিনেমা ইত্যাদি বিষয়ের ছবি তোলার জন্য পৃথকভাবে assignment পেয়েও থাকেন। তাছাড়া বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্যও বিশেষ ধরনের ফটোগ্রাফ তুলবার সুযোগ আসে যথেষ্ট। প্রায় সব ক্ষেত্রেই টাকার অঙ্কটা ভালোই হ'য়ে থাকে।

যাঁদের কাজ ম্যাগাজিনের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকে, তাঁদের বাইরের (outdoor) কাজ করতে হয় প্রচুর। ঘরে অথবা বাইরে, যেখানেই হোক, প্রতিটি ছবি যত প্রকারে সম্ভব সুন্দর ক'রে তুলতে তাঁরা গাফিলতি করেন না। এর জন্য একটু বেশী কষ্ট করা কিংবা কয়েকটি ছবি বেশী তোলায় কার্পণ্য করেন না। ফলে, ফটো-গ্রাফারের এতখানি আন্তরিকতার জন্য সম্পাদক খুশী হন সর্বদাই।

এদেশে বোধকরি সিনেমা-থিয়েটারের ম্যাগাজিনের জন্যই বেশী ফটোগ্রাফার কাজ ক'রে থাকেন। এ ধরনের পত্রিকায় colour এবং black & white দু'রকম ছবিরই চাহিদা আছে।

ম্যাগাজিন ফটোগ্রাফারদের ভেতর অনেকেই ছোট একটি

স্টুডিও এবং কিছু লাইটের ব্যবস্থা রাখেন এবং কাজ করতে ১২০নং এবং ৩৫ মিঃ মিঃ সাইজের ক্যামেরা ব্যবহার করেন। ভালো ক্যামেরা থাকলে ছবি তোলার চেষ্টা করা হয় স্বাভাবিক আলোতেই, বেশী ফ্ল্যাশ-আলো অনেক ক্ষেত্রে ছবির সৌন্দর্য নষ্ট ক'রে দেয়।

সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ

বাইরের পত্র-পত্রিকার সঙ্গে এঁদের তেমন যোগাযোগ রাখবার মতো সুযোগ ঘটে না। কারণ বাইরে থেকে যেসব ফটোগ্রাফের চাহিদা হয়, তার বেশীর ভাগই প্রেস-ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত। সুতরাং একমাত্র পেশাদার প্রেস-ফটোগ্রাফাররাই ওদিকে সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাঁরা ম্যাগাজিন/কমার্শিয়াল দলভুক্ত নন।

একজন কৃতি ম্যাগাজিন-ফটোগ্রাফার প্রাত্যহিক জীবনধারার ভেতরই নানা বিষয়ের ঘটনাবলী লক্ষ্য ক'রে থাকেন, এবং সেই ধারাতেই তাঁর ক্যামেরা ব্যবহার করলে বহু বিষয়ের আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফ হ'তে পারে। তিনি নিজের চিন্তাধারায় এমন সব ছবি তুলে এনে পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের চোখের সম্মুখে ধরতে পারেন, অথবা সেইভাবে সাজিয়ে কোনো উপযুক্ত পত্রিকায় পাঠাতে পারেন, যা সম্পাদক দেখা মাত্রই আনন্দচিত্তে গ্রহণ করবেন।

ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা শুধু অপরের চিন্তাধারায় তোলা ছবির ওপর নির্ভর ক'রেই ব'সে থাকেন না। তাঁরা সর্বদাই আগামী সংখ্যাগুলোর পক্ষে প্রয়োজনীয় ছবির জন্য সচেষ্ট থাকেন। সেজন্য নিজস্ব অথবা স্থানীয় ফটোগ্রাফারদের ওয়াকিবহাল ক'রে দেন, এবং তেমন প্রয়োজন বোধ করলে বাইরের কোনো প্রখ্যাত ফটোগ্রাফারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে প্রয়োজনীয় ছবির ব্যবস্থা করেন। ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা সময়মতো বিভিন্ন শাখার কৃতি ফটোগ্রাফারদের নামের তালিকা রাখেন।

ম্যাগাজিন ফটোগ্রাফারদের পক্ষে freelance কাজ অপেক্ষা

assignment কাজই ভালো। কারণ এতে অর্থকড়ির দিকটা নিশ্চিত থাকে। কিন্তু এ-ব্যবস্থা একমাত্র স্থানীয় ফটোগ্রাফারের সঙ্গেই সম্ভব। কোনো ম্যাগাজিনের রিপোর্টার কিংবা বিশেষ রচনা-লেখক, একজন ম্যাগাজিন-ফটোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে অনায়াসেই প্রয়োজনীয় ছবি তুলিয়ে আনতে পারেন। এখানে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝে সেই অনুপাতে ফটোগ্রাফার ছবি তুলবেন। তবে ছবির সংখ্যা কত হবে এবং বিশেষ ভাবে কিছু তুলবার মতো আছে কিনা—সে সব

The Times of India Press

PROPRIETORS, BENNETT COLEMAN AND CO. LIMITED

WHEN REPLYING PLEASE QUOTE

(P. O. Box No. 213)

BOMBAY 1

28th April 1947

Dear Mr. Ray,

We are planning the production of the 1948 edition of 'The Indian Annual' and would like to include as full plates, photographs with an Indian appeal of an active or descriptive nature.

Your name has been given to me as one of the most able photographers in India, and if you would like us to include some of your work, I should be very grateful if you would kindly send me specimens by registered post or by rail addressed personally, and I will ensure their safe return.

Yours very truly,

Asst. Business Manager
(J.H. Harris)

Nirod Ray, Esq.,
56, College Street,

রিপোর্টার/লেখকের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সাব্যস্ত করবেন। এসব ক্ষেত্রে, একজন ফটোগ্রাফার অবশ্যই তাঁর বুদ্ধি বিবেচনায় কিছু বেশী-সংখ্যক ছবি তুলে আনবেন। কারণ, বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত হয়তো

ম্যাগাজিনের সম্পাদক অনেক বেশী ছবি ব্যবহার করতে আগ্রহী হ'তে পারেন। এতে ফটোগ্রাফারের পারিশ্রমিকের অঙ্কটা কিছু বেশী হবে সন্দেহ নেই। তাই কিছু বেশী ছবি তুললে লোকসান কি? আর ওসব ছবি ব্যবহার না হ'লেও তেমন লোকসান হয় না। কয়েকটা বাড়তি এক্সপোজার মাত্র।

যুগের আবহাওয়ায় সামাজিক জীবন ধারায় পরিবর্তন আসে। তাই দেখা যায় নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রীর রূপ-রঙ-ফ্যাশনে পরিবর্তন। নানা ফ্যাশনের পোশাক, ঘর সাজাবার সামগ্রী—এসবের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলো (Advertising Agencies) আকর্ষণীয় ছবি ব্যবহার করছেন নানাভাবে। মডেল-সহযোগে নানা বিজ্ঞাপন আজ অতি আকর্ষণীয়ভাবে প্রচারের সাহায্য করছে। তেমনি, ম্যাগাজিনের ফ্যাশন-বিভাগ আজকাল মডেল দিয়ে ছবি ছাপা পছন্দ করেন। সন্দেহ নেই, এতে ম্যাগাজিনের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠকদের কাছে অতি আকর্ষণীয় হয়। তেমনি ফটোগ্রাফারও লাভবান হন ছবির পারিশ্রমিক বেশী পেয়ে। এইসূত্রে মডেলরাও কিছু অর্থোপার্জন ক'রে থাকেন।

ফটো-ফীচার

PHOTO FEATURE

ফটো-সাংবাদিকতায় ফীচার-ছবির (photo feature) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তবে, এর চাহিদা বর্তমানে দৈনিক পত্রিকায় প্রায় নেই বললেই চলে। চাহিদা আছে সচিত্র সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং সিনেমা-ফ্যাশনজাতীয় বিষয়ভিত্তিক পত্রিকায়। ফটো-ফীচার সর্বদাই পত্রিকার স্থান (space) এবং ব্যয় সাপেক্ষ, বিশেষ ক'রে ছবির সৌন্দর্য বজায় রাখতে ব্লকের screen এবং উপযোগী কাগজ হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। একটু আশার কথা যে, আজকাল রঙীন-ছবি (colour photo) দিয়ে ফটো-ফীচারের ঝোঁক এসেছে, এবং ভালভাবে ছাপাবার জন্য offset কিংবা gravure পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। একথা সবাই স্বীকার করেন যে, ভালো ছবির ফীচারের সঙ্গে কিছু লেখা (write-up) সাজিয়ে দিলে, আর তার ছাপা সুন্দর হ'লে, সব শ্রেণীর পাঠকদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

একজন ফটো-সাংবাদিক এ-লাইনে পাকাপোক্ত হ'তে যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রে থাকেন। প্রথমে এঁরা সাংবাদিকতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে তারপর ক্যামেরার কাজে হাত দেন। এটাই যে সঠিক নিয়ম তা বলা চলে না। কারণ এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে ফটোগ্রাফিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভের পর সাংবাদিকতায় জ্ঞান লাভ করেছেন, এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার সঙ্গেই ফটো-সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যাই হোক, একজন ফটো-

সাংবাদিকের পক্ষে কোনো ঘটনা/উৎসব ইত্যাদি সংবাদ-ভিত্তিক বিষয়ের ছবি দিয়ে ফীচার তৈরি করা তেমন কিছু কঠিন নয়। এমন কি, অতি মামুলী কোনো বিষয়কে অবলম্বন করেই এঁরা ফীচার তৈরি করতে সক্ষম হন। এখানে মূল কথা হচ্ছে—এঁদের চোখের নজর। এ-লাইনে নজর থাকলে মনের ভেতর ফীচারের একটি ছক্ আপনা থেকেই এসে যায়। তখন একবার শুধু চিন্তা ক'রে নেওয়া হয়, কল্পিত ফীচারের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা। অর্থাৎ প্রকাশিত করবার জন্য উপযুক্ত পত্রিকা পাওয়া যাবে কিনা।

একটি ফটো-ফীচার তৈরি করার পূর্বে যেমন অনেক কিছু ভেবে-চিন্তে দেখতে হয়, তেমনি ছবি তোলার পরেও বিবেচনা করবার অনেক কিছু থাকে। যেমন—প্রত্যেকটি ছবিতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বোঝাতে ছবির আকার ছোট-বড় করতে হবে, উপযুক্তভাবে ক্যাপ্‌শন দিতে হবে, ফীচারের সঙ্গে একটি write-up দিতে হবে এবং যথাসময়ে উপযুক্ত পত্রিকায় পাঠাতে হবে।

ফটো-সাংবাদিকরা সাধারণত নিজেদের অভিজ্ঞতায় ফীচারের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। যে সব পত্রিকা ফটো-ফীচারে আগ্রহী, সেই পত্রিকাগুলোর প্রকাশিত ছবির ভাবধারা বুঝতে হয়। কী ধরনের ছবি ওসব পত্রিকায় থাকে সেদিকে একটু খেয়াল রেখে ফীচার তৈরি করলে সেটা সম্পাদকের পছন্দ হওয়া সম্বন্ধে অনেকখানি আশা করা যায়। সম্পাদকের মন বুঝতে পারলে কাজ অনেকখানি এগিয়ে থাকে, এবং সম্পাদকরা তখন নিজে থেকেই ফটোগ্রাফারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে থাকেন। সুতরাং এ-লাইনে সফলতা লাভ করতে হ'লে সম্পাদকের মন বুঝে সেই ধারার ফীচার তাঁর টেবিলে পৌঁছে দিতে হবে সময় মতো।

এখানে একটি বিষয়ে একটু সতর্ক হ'তে হবে। সেটা হচ্ছে, ফীচারের ভেতর অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক ছবি কিংবা বিবরণ

(write-up) যেন না থাকে। কারণ এ-জাতীয় অর্থহীন বিষয় অনেক সময় সম্পাদকের মনে বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে। সুতরাং এখানে একজন ফটোগ্রাফারের কর্তব্য হচ্ছে—কোনো ঘটনার / বিষয়-বস্তুর ছবিগুলো আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করা এবং নিজের মনোমতন ছবি সাজিয়ে ছবির পেছনে নম্বর দেওয়া। তাছাড়া বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বোঝাতে ছবির আকার ছোট-বড় হ'লে ভালো হয়। এতে সম্পাদক ছবিগুলো সাজিয়ে একবার দেখলেই ফীচারের সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন। অবশ্য ফীচারের সব ক'টি ছবিই যে ব্যবহার করবেন এমন কথা নেই। তবে তেমন আকর্ষণীয় আর উপযোগী হ'লে সম্পাদক আরো ছবির জন্য অনুরোধ জানাতে দ্বিধা বোধ করবেন না।

অনেক সময় সম্পাদক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে ফটোগ্রাফারের সাজানো layout বদলে থাকেন এবং তাঁর প্রয়োজন মতো ছবি-গুলোকে ছোট-বড় ক'রে নেবার ব্যবস্থা করেন। ছবি ছোট হ'লেও ব্লক তৈরি করার সময়ই কিছুটা বড় ক'রে নেওয়া হয়।

ফীচারের গণ্ডী

যদিও প্রকৃতপক্ষে ফীচার-ছবির গণ্ডি বেঁধে দেওয়া চলে না, তবুও সাধারণভাবে যে-ধরনের কাজ হ'য়ে থাকে তার একটি মোটামুটি তালিকা করা চলে।

১। নিত্যদিনের সাম্প্রতিক বিষয় সংক্রান্ত (current value) সংবাদ, জ্ঞাতব্য বিষয়, সাময়িক ঘটনা / উৎসব ইত্যাদি।

২। স্থানীয় প্রাসঙ্গিক (topical)—বাৎসরিক উৎসব, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ইত্যাদি।

৩। চিরদিনের বিষয়াবলী। দেশ ও স্থানীয় অধিবাসী, ঐতিহাসিক স্থানের নিদর্শন, বিখ্যাত মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ইত্যাদি।

ফটো-ফীচার তৈরি করার কাজটি দু'ভাগে ভাগ ক'রে দেওয়া চলে। একটি ফটোগ্রাফারের আওতার অন্তর্ভুক্ত, অপরটি বহির্ভুক্ত। 'অন্তর্ভুক্ত'

হচ্ছে সেই সব কাজ, যা তাঁর ইচ্ছেমতো সময় ক'রে প্রয়োজন হ'লে অদল-বদল ক'রে সাজিয়ে নেওয়া চলে। যেমন, কোনো নাটক অভিনয় / নৃত্য সংক্রান্ত ফীচার করতে রিহার্সালের দিন ছবি তোলা, কিংবা কোনো ক্ষেত-খামার/শিল্পকেন্দ্রের ছবি তুলতে নিজের প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া। 'বহির্ভুক্ত' বলতে বোঝায় যে সব সময়-মতো ঘ'টে যায়—ফিরে আর সে সুযোগ আসে না। যেমন খেলাধূলা, প্রতিযোগিতা, উৎসব ইত্যাদি।

এখন কথা হচ্ছে, একটি ক্যামেরায় যেমন সব রকমের ফটোগ্রাফি করা সম্ভব নয়, তেমনি একজন ফীচার-ফটোগ্রাফারের সর্ববিষয়ে সিদ্ধহস্ত হওয়াও সহজ নয়। এক-একজনের এক-একদিকে ঝোঁক থাকে —যেমন কেউ স্পোর্টস-লাইনে পারদর্শী, আবার অন্যদের ভেতর কেউ বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রা (land and people) সম্বন্ধে সিদ্ধহস্ত। তবে সম্পাদকরা ফীচারে সিদ্ধহস্ত ফটোগ্রাফারদের বিষয় ওয়াকিবহাল থাকেন বলেই তাঁরা ঠিক তাঁদের প্রয়োজন মতো ছবি পেয়ে থাকেন।

ক্যাপ্‌শন / Write-ups

একটি ফটো-ফীচারকে গ্রহণযোগ্য করতে যে-সব বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়, ক্যাপ্‌শন তার ভেতর একটি। ফীচারের বিষয়বস্তুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবশ্যই দিতে হয় এবং সেটা সঠিক তথ্যগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারপরই প্রতিটিতে নম্বর দিয়ে ছবি সাজিয়ে তার উপযুক্ত ক্যাপ্‌শন এমন ভাবে দিতে হবে যেন একজন পাঠক ছবির সঙ্গে ঐটুকু লেখা পড়েই গোটা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারেন। ক্যাপ্‌শন বা লেখার ভেতর কোনো ভুল-তথ্য কিংবা অসম্পূর্ণ বিবরণ থাকাটা ফটোগ্রাফারের অযোগ্যতার পরিচয়, এবং এই ধরনের ত্রুটির জন্য একজন উঁচু দরের ফটোগ্রাফারের ভালো ভালো ছবি পর্যন্ত সম্পাদক ফেরত দিতে পারেন।

ফীচার-ছবির শেষ প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে, যত দূর সম্ভব স্বাভাবিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ছবি তুললে পর, সে-ছবির যতখানি মর্যাদা সম্পাদক ও পাঠকদের কাছে পাওয়া যাবে, ততটা ফটোগ্রাফারের নির্দেশে সাজানো ছবিতে আশা করা যায় না। যতই চেষ্টা ক'রে সাজানো-ছবিতে স্বাভাবিক রূপ দেওয়া যাক না কেন, পাঠকদের চোখে স্বাভাবিক এবং কৃত্রিমের পার্থক্য ধরা পড়বে ঠিকই। স্বাভাবিক ছবি মনকে আকৃষ্ট করবেই।

*

নিজের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থ বড়ো। দেশকে হেয় করার মতন ছবি দিয়ে অর্থোপার্জন করা শুধু শত্রুতাই নয়, নীচ মনোবৃত্তির পরিচয়ও বটে।

ফ্রীলান্স ফটোগ্রাফি

FREELANCE PHOTOGRAPHY

ফ্রীলান্স ফটো-সাংবাদিকরা কোনো পত্রিকা বা এজেন্সির দলভুক্ত নন। এঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার চাহিদা অনুযায়ী ফটো সরবরাহ ক'রে তারই পারিশ্রমিকটুকু পেয়ে থাকেন রোজগার হিসেবে। যদিও বহু পত্র-পত্রিকা তাঁদের 'নিজস্ব' ছবি ছাড়াও বাইরের কিছু ছবি নিয়ে থাকেন, তবুও আমাদের দেশে এ-পন্থায় বহু ফটো-সাংবাদিক সন্তুষ্ট হ'তে পারেন না। কারণ প্রথমে এটা অনিশ্চিত রোজগারের পথ, তদুপরি আছে অজানা বহু ঝামেলা। তাই একান্তই যাঁরা এ-পথে নেমে পড়েছেন, তাঁরা শেষকালে আর্থিক অনটনে সাংবাদিক সমাজে নিম্ন-মধ্যবিত্ত হ'য়ে ফটোগ্রাফির অন্যধারায় কাজ করতে বাধ্য হন। তখন তাঁরা পোর্টরেট, গ্রুপ ছবি কিংবা শিল্পকেন্দ্রের নানা বিভাগের ছবি তোলেন। আবার হ'তে পারে কোনো জরুরী দলিলের কপি-করা, কিংবা কোনো বিত্তশালী বিয়ে-বাড়ির অনুষ্ঠানের রকমারী ছবি। মোট কথা, এঁরা শেষকালে সর্ব বিষয়ে ফ্রীলান্স হিসেবে কাজ ক'রে অর্থকড়ির কিছুটা সুরাহা করতে চেষ্টা করেন। তখন এঁরা পুরোপুরি ফটো-সাংবাদিকের দলভুক্ত থাকেন না।

ফটো-সাংবাদিকতার লাইনে ফ্রীলান্সদের কাজ যতটা সহজ বা সুখের ব'লে মনে হয় প্রকৃত পক্ষে ততটা নয়। এজেন্সি বা স্টাফ-ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে সমান তালে চলা একজন ফ্রীলান্সের পক্ষে বাস্তবিকই অতি কঠিন কাজ। এদিকে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয় তা হচ্ছে, কাজের জন্য যখন এঁরা বাইরে যান, তখন

একজন এজেন্সি বা স্টাফ-ফটোগ্রাফার যানবাহন, হোটেল ইত্যাদির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হন, সে তুলনায় একজন ফ্রীলান্স কিছুই করতে পারেন না। তার কারণ এখানের যাবতীয় ব্যয় সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের, কিন্তু এজেন্সি বা স্টাফদের খরচ বহন করেন কোম্পানি। এক্ষেত্রে একজন ফ্রীলান্স অর্থ ব্যয় করতে সঙ্কুচিত হবার একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে যে, তাঁর তোলা ছবি কতখানা গ্রহণযোগ্য হবে এবং অর্থকড়ি কতটুকু আসবে সে-বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ-ধরনের অনিশ্চয়তার ক্ষতি মাঝে-মধ্যে স্বীকার করতে হয় বলেই একজন ফ্রীলান্স নানাদিক বিচার-বিবেচনা ক'রে ছবি তুলে থাকেন।

তারপর দেখা যায়, অনেক কাজে ফটোগ্রাফারদের অতিরিক্ত ভিড়। তখন এঁরা প্রতিযোগিতার ভেতর না গিয়ে অন্য ধারার এমন একটি লাইন বেছে নেন যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। এ-অবস্থায় একজন ফ্রীলান্স নিশ্চিন্তমনে কাজ করতে পারেন। এঁরা সংবাদ ছবি, কিংবা সাময়িক-বিষয়-ভিত্তিকের (current value) ছবি তোলা ছেড়ে দিয়ে সর্বস্তরের গ্রহণযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী-বিষয়-ভিত্তিকের (Standing value) ছবি তোলার দিকে মনোযোগ দেন। এভাবেই এঁরা সুস্থির মনে কাজের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন স্থায়ীভাবে। তখন এঁদের কাজের চাহিদা বৃদ্ধি হয়—এমন কি পত্রিকার সম্পাদকরাও তখন এঁদের বিশেষ কাজের জন্য assignment দিয়ে থাকেন।

ফ্রীলান্সদের ভেতর আবার একটি গ্রুপ আছে যাঁদের 'শৌখীন' ফ্রীলান্স বলা চলে। এঁদের কাজ মোটেই অর্থভিত্তিক নয়, নেহাতই একটা শখ হিসেবে এঁরা ফটো-সাংবাদিকতা নিয়ে চর্চা করেন। এতে যদি কিছু অর্থকড়ির সমাগম হয় তাহ'লে সেটা একটা বিশেষ আনন্দের সামিল হয়। শৌখীন ফ্রীলান্সরা স্বভাবতই অন্য পেশা অবলম্বী। হতে পারেন শিক্ষক, ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনীয়ার, কিন্তু

অনেককেই দেখা যায় প্রেস-ফটোগ্রাফিতে তাঁদের জ্ঞান বা কর্মক্ষমতা বহুলাংশে পেশাদারের থেকেও বেশী। এটি নেহাত শখের নেশা বলেই এঁরা খুব বেশী মাতামাতি করেন না। তবে তেমন বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ছবি তুলতে এঁদের মেজাজ পেশাদারদের মতো হ'য়ে উঠতেও দেখা যায়।

আজকাল ফটোগ্রাফি করা অনায়াসে সম্ভব বলেই প্রেস-ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী বহু শৌখীন ফটোগ্রাফারের সমাবেশ দেখা যায়। এরই ভেতর থেকে কিছু সংখ্যক উৎসাহী লোক প্রেস-ফটোগ্রাফিতে বিশেষভাবে আগ্রহী হ'য়ে অনবরত এ-লাইনে চেষ্টা ক'রে থাকেন। তাঁরা প্রথমেই সাংবাদিকতা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করবার পর ফটোগ্রাফি শিক্ষায় মনোযোগ দেন। এরকম উৎসাহী ব্যক্তিরাই যথার্থভাবে ছবির মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন করতে সক্ষম হন এবং তাঁদের পারদর্শিতার স্বীকৃতি লাভে বিলম্ব হয় না।

সংবাদ-জ্ঞান (রিপোর্টিং) লাভের পর ফটোগ্রাফিতে জ্ঞান-লাভের জন্য অগ্রসর হ'লে সংবাদ-ছবি সম্বন্ধে একটা ধারণা বেশ ভালোভাবেই জন্মে। কারণ একজন সাংবাদিক প্রথম-পাঠেই বুঝতে চেষ্টা করেন—কোনটা সংবাদ এবং কোনটা সংবাদ নয়। সেজন্যই কাজের পথে অগ্রসর হ'তে গিয়ে তাঁর নজরে অনেক ব্যাপার ধরা পড়বে, যা দিয়ে ভালো-ভালো সংবাদ-ছবি তৈরি করা সম্ভব হবে। বার্তা-সম্পাদক বা চিত্র-সম্পাদকরা সর্বদাই ফটোগ্রাফারকে প্রয়োজনীয় ছবির সম্বন্ধে নির্দেশ দেন না। অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারদের কাছে তাঁরা আশা করবেন যে, ফটোগ্রাফারই নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় ছবি তুলে তা গ্রহণযোগ্যভাবে এনে তুলে ধরবেন তাদের চোখের সামনে। সংবাদ-ছবির বিষয়বস্তু এতই ব্যাপক যে, কখন কী ধরনের ছবি উপযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া একটু কঠিন হ'য়ে পড়ে।

একজন নতুন ফটোগ্রাফারের পক্ষে ফ্রীলান্স প্রেস-ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে প্রবেশ করা তেমন কিছু কঠিন নয়। কঠিন হচ্ছে এটাকে অবলম্বন ক'রে নিয়মিতভাবে অর্থোপার্জন করা এবং তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা। সব থেকে বড় কথা, একজনকে সার্থক ফ্রীলান্স ফটো-সাংবাদিক হ'তে হ'লে, তাঁর সংবাদ-জ্ঞান, নিজস্ব চিন্তাধারা এবং কর্মনিষ্ঠার প্রয়োজন।

*

ভারতবর্ষে, বক্তৃতা কিংবা সঙ্গীতমঞ্চে 'মাইক্রোফোনের' অত্যাচার ফটো-সাংবাদিকদের পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মাইকের যাবতীয় সরঞ্জাম, বক্তা কিংবা গায়কের মুখের ও দেহের অনেকাংশ ঢেকে রেখে ছবি নষ্ট ক'রে দেয়। তার ওপর আর এক ঝামেলা যোগ হয়, মাইক্রোফোন কোম্পানীর নামের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়ে। এসব নিঃসন্দেহে বিসদৃশ এবং অবাঞ্ছিত।

উপযোগী ক্যামেরা

SUITABLE CAMERA

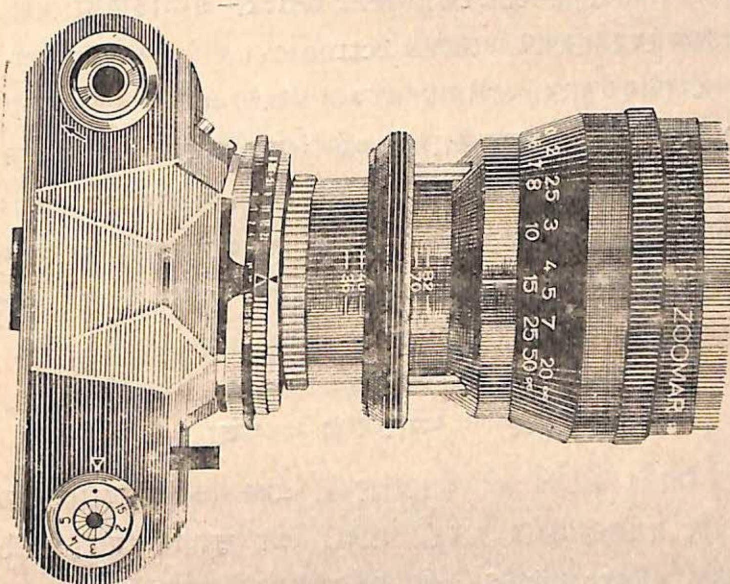
ফটো-সাংবাদিকতায়, প্রধানত নিউজ ও ফীচার এই দুটি ধারায় সুবিধাজনকভাবে কাজ করতে কয়েকটি বিশেষ সুবিধাযুক্ত ক্যামেরার প্রয়োজন হয়। এতদিন রেওয়াজ ছিলো সংবাদ-ছবির জন্য ৯ × ১২ সেঃ মিঃ অথবা ৬ × ৯ সেঃ মিঃ আকারের ছবির ক্যামেরা ব্যবহার করা। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশই সে সব **প্রেস-ক্যামেরা*** বাতিল হ'য়ে ফটোগ্রাফারদের হাতে নতুন-নতুন ক্যামেরা স্থান পাচ্ছে। এ পরিবর্তনের কারণ কিছু অবশ্যই আছে। সেগুলো হ'লো, নানা অসুবিধায় ছবি তোলার সময় ক্যামেরার বোঝাটা কিছু হাল্কা করা, এবং একটিমাত্র ক্যামেরায় – wide angle, normal এবং tele-photo এই তিনটি লেন্সের ব্যবহার ক'রে ভালো ছবি তোলার সুযোগ পাওয়া। তাছাড়া রিফ্লেক্স-ভিউফাইণ্ডারের ব্যবস্থা থাকলে সেটা আরও সুবিধাজনক হবে। আজকাল Zoom lens† দিয়ে সংবাদ-ছবি তোলার বিশেষ সুযোগ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এসব নতুন ক্যামেরার সমর্থনে উল্লেখিত বিষয়গুলো অর্থকড়ির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত এবং একজন

---

* প্রেস-ক্যামেরা – অধ্যায়ের শেষাংশে এ-বিষয় উল্লেখ আছে।

† Zoom lens – দূরের কিংবা সম্মুখের বিষয়বস্তুর ছবি তুলতে telephoto এবং normal লেন্সের দুটি কাজই হয়। একই জায়গায় থেকে বিভিন্ন ফোকাসে (variable focus) কাজ করা সম্ভব ব'লে প্রেস/ফিল্ম/টেলি-ভিসন ফটোগ্রাফারদের পক্ষে এই লেন্স বিশেষ সাহায্যকারী।

ফটোগ্রাফারের সামর্থসাপেক্ষ। এখানে একটা বিষয় বলা প্রয়োজন যে, ছোট ক্যামেরায় (৩৫ মিঃ মিঃ) উল্লেখিত বিশেষ সুবিধাগুলো না থাকলে, সংবাদ-ছবির জন্য খুব কাজের হবে না। তবে সাধারণ ফটো-ফীচারের কাজে, দ্বিতীয়-ক্যামেরা হিসেবে অথবা colour ছবির জন্য এ-ক্যামেরা সহায়ক হবে। খেলা-ধূলার ছবি তুলতে—ক্রিকেটের সময় টেলিফটো-লেন্সসহ ছোট ক্যামেরা উপযোগী হয়, কিন্তু ফুটবল খেলায় Goal post এলাকার ভেতর নিকট থেকে normal lens দিয়ে ছবি তুলতে বড় ক্যামেরাই সুবিধজনক হয়।



Zoom লেন্সযুক্ত মিনিয়েচার ক্যামেরা।

এখানে, উপযোগী ক্যামেরার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন আসবে—বিভিন্ন ধারায় সংবাদ-ছবি তোলার উপযোগী ক্যামেরা আমাদের দেশে আদৌ পাওয়া যায় কিনা! সুতরাং সে-প্রশ্নকে এক পাশে রেখে, আমাদের বিবেচনা করতে হয়—কী ধরনের ক্যামেরা

কোথায় পাওয়া যাবে এবং যদি কিছু পাওয়া যায় তাহ'লে সেটা ফটো-সাংবাদিকতায় উপযোগী হবে কিনা। তারপর এমনও হ'তে পারে যে, মনোনীত ক্যামেরাটি বিদেশী মুদ্রার স্রোতে ভেসে এসেছে ব'লে, সাধারণ ফটোগ্রাফারদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে থাকবে। অর্থাৎ কল্পনাতীত বেশী মূল্য দিতে হবে সেই ক্যামেরা ঘরে আনতে হ'লে। এসব নানা কারণেই ফটোগ্রাফাররা ক্যামেরার জাত-কূল বিবেচনা না ক'রে হাতে তুলে নিচ্ছেন যখন সেটা সহজলভ্য হচ্ছে। সুতরাং সেই অতীতের কুলীন প্রেস-ক্যামেরা নবযুগের ফটোগ্রাফার-দের হাতে আর স্থান পাচ্ছে না। এখন ফটোগ্রাফারদের কাঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে—single-lens, twin-lens, reflex—এ-জাতীয় ক্যামেরা। ফ্ল্যাশ বাল্বের পরিবর্তে এসেছে electronics।

মোটামুটিভাবে ফটো-সাংবাদিকতা করতে, একজন ফটোগ্রাফার $২\frac{১}{৪} \times ২\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি আকারের ভালো একটি রিফ্লেক্স ক্যামেরা দিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। এতে কৌলিন্য-মর্যাদা না থাকলেও কাজের মর্যাদা সহজে ক্ষুণ্ণ হবে না। আসল কাজে দক্ষতা অর্জন করলে একজন ফটো-সাংবাদিকের আর্থিক-স্বচ্ছলতা ঘটতে বেশী বিলম্ব হয় না।

ফ্ল্যাশ আলোর ব্যবস্থা

ইদানীং কালের সব ক্যামেরাতেই, এমন কি বক্স-ক্যামেরাতে পর্যন্ত, ফ্ল্যাশ-আলোর ব্যবস্থা থাকে। এর সুযোগ নিয়ে bulb অথবা electronic এই দুই প্রথাতেই ছবি তোলা সহজ হচ্ছে। তবে এদেশে ফ্ল্যাশ-বাল্বের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, সবাই একটা ছোট electronic জোগাড় করতে চেষ্টা করেন। কারণ, একটা electronic দিয়ে শত-শতবার ফ্ল্যাশ জ্বেলে ছবি তুলতে বাল্ব পরিবর্তনের ঝামেলা থাকে না, তাছাড়া খরচও সে-তুলনায় কিছুই হয়না বলা চলে। তবে এই বিশেষ সুবিধাটুকু পেয়ে নতুন ফটো-

গ্রাফারদের ভেতর অনেকেই আলোর-চমক্ দেখাতে এই ফ্ল্যাশ যখন-তখন ব্যবহার ক'রে থাকেন। এটা শুধু অপব্যয়ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে এই আলোর ব্যবহারে ছবিটির রূপ-সৌন্দর্যহানি ঘটে। ফটোগ্রাফারদের উচিত এসব বিষয় একটু ভালো ক'রে বুঝতে চেষ্টা করা। তাহ'লে নিজেরাই বুঝতে পারবেন কোথায় কতটুকু আলোর সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। দেখা যাবে, অনেক ক্ষেত্রেই ফ্ল্যাশ ব্যবহার না করলে ছবি আরও ভালো হ'তো। এই অহেতুক আলোর জন্য বিষয়বস্তুর প্রকৃত রূপ বা কোনো পরিবেশ পালটে গেছে।

সংবাদ-ছবিতে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখা সব সময় হয়তো সম্ভব হয় না, কিন্তু এ-বিষয়টি ফীচারের ক্ষেত্রে বজায় রাখার জন্য চিন্তা করা উচিত। খেয়াল রাখা উচিত যেন স্বাভাবিক আলোর ছাপ ছবিতে বজায় থাকে। অর্থাৎ available light-এ ছবি তোলার অভ্যাস থাকলে ভালো ছবি পাওয়া সহজ হবে। এ-ধারায় ছবি তুলতে একজন ফটোগ্রাফারকে এমন বিশেষ কিছুই করতে হয়না। শুধু অ্যাপারচার একটু খুলে দিয়ে এক্সপোজার একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। অ্যাপারচার বড় থাকার জন্য স্বাভাবিকভাবেই depth of focus ক'মে যাবে, ফলে সামনে-পেছনে একটু অস্পষ্ট (out of focus) হবে। তাতে পরিবেশ কিছুতেই নষ্ট হবে না।

ভিউফাইণ্ডার

ফটো-সাংবাদিক সর্বদাই eye-level ভিউফাইণ্ডারে ছবি তোলা পছন্দ করবেন, কারণ তাঁর তীক্ষ্ণ নজরে যাতে সবকিছু সহজে ধরা পড়ে। ক্যামেরায় eye-level ভিউফাইণ্ডার দু'রকম ব্যবস্থায় থাকে—একটি শুধু ফ্রেমে, অপরটি কাঁচের ফ্রেমে। শুধু ফ্রেমের ব্যবস্থাকে বলা হয়—direct viewfinder, wire-finder, sports finder—এসব দিয়ে বিষয়বস্তুকে খোলা চোখে সরাসরি দেখতে

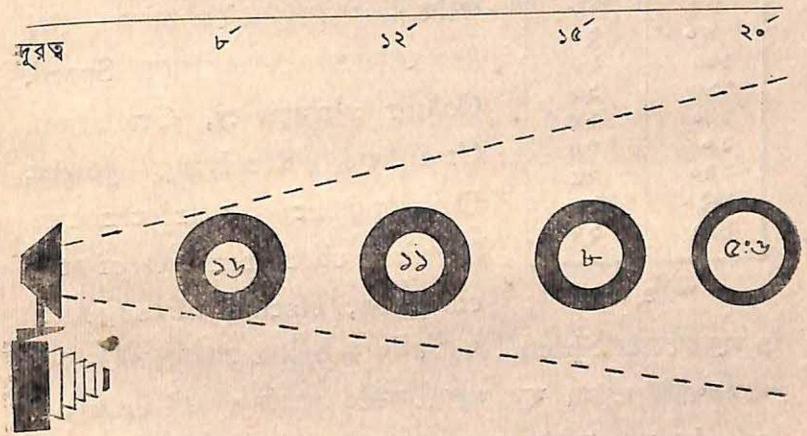
পাওয়া যাবে। আর অন্য ব্যবস্থাটি হচ্ছে indirect—অর্থাৎ optical finder, reflex viewfinder ইত্যাদি। এসব ভিউফাইণ্ডারে ছবি তোলার কিছুটা অভ্যাস থাকা দরকার। বিশেষতঃ চোখে চশমা দিয়ে eye-level-এ কাজ করতে একটু অসুবিধা বোধ হবে।

সংবাদ-ছবি তুলতে ফটোগ্রাফারকে যথাসত্বর সম্ভব ফোকাস ঠিক করতে হয়, এবং এ-বিষয়টি নিজের ক্যামেরায় সবাই একটা সুবিধাজনক রীতি অনুসরণ করেন। তবে সংবাদ-ছবি তোলার ব্যাপারে ক্যামেরার দূরত্ব-স্কেলে (distance scale) ফোকাস করাই বিশেষ সুবিধাজনক। কারণ নিজের চোখে দূরত্বের একটা মোটামুটি হিসেব আন্দাজ করতে পারলে, কাজের সময় নিমেষেই ক্যামেরায় সেটা ঠিক ক'রে দেওয়া সম্ভব হয়। না হ'লে দেখা যায় কাজের সময় বহু ওস্তাদ ফটোগ্রাফারও রেঞ্জফাইণ্ডার, রিফ্লেক্স-ফাইণ্ডার দিয়ে ফোকাস খুঁজে পেতে হিমসিম খেয়ে যান।

ওস্তাদ ফটোগ্রাফাররা ফোকাসের ব্যাপারে অনেক সময় একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে থাকেন। তাঁরা প্রথমে ঘটনাস্থলে গিয়েই সম্ভাব্য ছবি তোলার একটা মোটামুটি ধারণা (assess) ক'রে নেন। তাঁরা এটাও জানেন যে, বেশীরভাগ সময়ই ছবি তোলার ব্যাপারটা ১০।১৫ ফীটের গণ্ডির ভেতরই থাকে। এই অনুমানের ভিত্তিতেই ক্যামেরার ফোকাস ১২ ফিটে রেখে কাজ করে যান। এখানে ফ্ল্যাশের ব্যবহার হবে জেনেই অ্যাপারচার ১৬ কিংবা ১১ সহজেই দেওয়া যায়, এবং তারই calculation করলে দেখা যাবে depth of focus থাকবে প্রায় ৮ থেকে ২০ ফিট পর্যন্ত। সুতরাং এই দূরত্ব-গণ্ডীর ভেতর কোনো ছবি তুলতে ফটোগ্রাফারকে ফোকাসের কথা ভাবতেই হবে না। এখানে depth of focus-এর কিছু আনুমানিক হিসেব দেওয়া হচ্ছে।

দূরত্ব	f ৪·৫	f ৫·৬	f ৮	f ১১	f ১৬	f ২২
৩০ ফীট	২৫—৪০	২২—৫০	১৫—৭০	১২—∞	১০—∞	৮—∞
২০ ফীট	১৬—২৫	১৫—৩০	১২—৪০	১০—৫০	৮—৭০	৭—∞
১৫ ফীট	১২—১৮	১১—২০	১১—২৫	১০—৩০	৮—৫০	৭—৮০
১২ ফীট	১১—১৩	১০—১৪	৯—১৬	৮—২০	৭—৩০	৬—৫০
১০ ফীট	৯—১১	৯—১২	৮—১৪	৭—১৫	৭—২০	৬—৩০
৮ ফীট	৭—৮	৭—৯	৭—১০	৬—১২	৬—১৪	৫—১৫

ক্যামেরা-টেকনিকে তিনটি মুখ্য বিষয় হচ্ছে—দূরত্ব নির্ণয় (focus), এক্সপোজারের হিসেব (shutter speed) এবং অ্যাপারচার। আগেই বলা হয়েছে scale দেখে কাজ করায় অভ্যস্ত হ'লে পর, স্পীড্ এবং অ্যাপারচারের জন্য ফটোগ্রাফারকে কিছুই ভাবতে হবে না। বিশেষ ক'রে যখন ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা হবে, তখন



দূরত্বের অনুপাতে অ্যাপারচার ছোট-বড়

বাল্ব অথবা ইলেকট্রনিকের আলোর হিসেবে শাটার-স্পীড্ ঠিক করা থাকে, শুধু দূরত্বের অনুপাতে অ্যাপারচার একটু ছোট-বড় ক'রে

নিতে হয়। দূরে হ'লে বড় অ্যাপারচার, নিকটে হ'লে ছোট অ্যাপারচার। এ-নিয়মে কাজ ক'রে অভ্যস্ত হ'লে পর অন্ধকারেও অ্যাপারচার হিসেবমতো ছোট-বড় ক'রে কাজ করা সম্ভব।

ফিল্ম/প্লেট

ফটোগ্রাফে বিষয়বস্তুকে প্রকৃতভাবে রূপদান করতে সর্বদাই তার উপযোগী negative material হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং সংবাদ ছবির ভালো-মন্দ অনেকখানি নির্ভর করবে এই ফিল্ম বা প্লেটে। ঠিকমতো নেগেটিভ পাবার জন্য এই ফিল্ম/প্লেটের নির্বাচন সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। রকমারী বিষয়বস্তু ও কাজের জন্য ফিল্ম/প্লেটও তৈরি হ'য়ে থাকে নানা প্রকারে। এ-সবের প্রতিটি ভিন্ন-ভিন্ন কাজের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য রকমারী গুণাগুণের অধিকারী হ'য়ে থাকে। সেই সব গুণাগুণের ভেতর আছে Speed, Colour sensitivity, Gradation, Grainness, Resolving power, Development characteristics, Physical characteristics of the emulsion, Nature of support।

ASA	DIN
২৫	১৫
৩২	১৬
৪০	১৭
৫০	১৮
৬৪	১৯
৮০	২০
১০০	২১
১২৫	২২
১৬০	২৩
২০০	২৪
২৫০	২৫
৩২০	২৬
৪০০	২৭

স্পীড্ নম্বর

এ-সবের ভেতর Speed বিষয়টির দিকে শুধুমাত্র নজর রেখেই একজন অনেকখানি ভালো ফল আশা করতে পারেন। এই emulsion speed সংখ্যায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ফিল্ম/প্লেটে স্পীড্ নম্বর দেখে বুঝে নিতে হবে ইমালসনের light sensitive কতদূর হবে। বেশী Speed মানেই বেশী sensitive। তারপর প্রয়োজনমতো ছবির contrast পেতে উপযুক্ত Developer ব্যবহার করতে হবে।

প্রিণ্ট

সংবাদ-পত্রের জন্য যে ধরনের ফটোগ্রাফ উপযোগী ব'লে বিবেচিত হয় সেগুলোর জন্য glossy bromide বিশেষ উপযুক্ত কাগজ। সংবাদপত্র news-print কাগজে ছাপা হয় ব'লে তাতে ৬৫ স্ক্রীনের বেশী হাফটোন্ ব্লকে ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং ছবি তৈরি করতে ফটোগ্রাফারকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ছবি মোটামুটি shadow detailsসহ contrasty হয়। সম্ভব হ'লে ছবি একটু বড় আকারের (৮ × ৬ ইঞ্চি) করা উচিত।

ছবি সর্বদাই হবে সাময়িক পত্র-পত্রিকার (periodicals) কাগজ এবং ছাপার quality অনুযায়ী। এ-বিষয়ে যাঁরা একটু উন্নত, অর্থাৎ যাঁরা ভালো কাগজে ১০০ স্ক্রীন পর্যন্ত ব্লক ব্যবহার ক'রে থাকেন, তাঁরা স্বভাবতই ছবির qualityও উন্নতমানের পছন্দ করবেন। ছবির details এবং effect বজায় রেখে পত্রিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করবেন। যেসব পত্রিকা offset কিংবা gravure পদ্ধতিতে ছাপা হয়, তাঁদের নজর সর্বদাই থাকে ছবির qualityর প্রতি। সুতরাং একজন ফটো-সাংবাদিকের প্রথমেই বুঝে রাখা প্রয়োজন— কোন পত্রিকা কী ধরনের এবং কী qualityর ছবি পছন্দ করেন। তাহ'লেই ছবি পাঠানো বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত হ'তে পারেন।

প্রেস-ক্যামেরা

প্রথম যুগের প্রেস-ক্যামেরা সবই প্রায় ছিলো ৩ × ৪ ইঞ্চি আকারের প্লেট-ক্যামেরা। সেসব ক্যামেরায় ফোকাল-প্লেন শাটার এবং wire-viewfinder-এর ব্যবস্থা থাকতো। ক্যামেরার base board ছিলো না। আর ফ্ল্যাশের তো কোনো প্রশ্নই আসে না। কাজের সুবিধার জন্য একটা slide-এর দু'দিকে plate লাগাবার ব্যবস্থা ছিলো।

এসব ঐতিহ্যগত (traditional) ক্যামেরা গিয়ে পরবর্তীকালে

লেন্স, শাটার, ফ্ল্যাশ, ফিল্ম-প্যাক, রোল-ফিল্ম অ্যাডপটার (adapter), রেঞ্জ-ফাইণ্ডার, অপটিক্যাল-ফাইণ্ডার—এসব নানা সুবিধাযুক্ত হ'য়ে "Speed Graphic" ক্যামেরা প্রেস-ফটোগ্রাফির জগতে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হ'লো। কিন্তু দেখা গেলো, সর্বগুণসমন্বিত বিশ্বের সেরা Rollei-camera প্রেস-ফটোগ্রাফিতেও বিশেষ সমাদর লাভ ক'রে বড় প্রেস-ক্যামেরার চাহিদা কমিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে Rollei ক্যামেরার অনুকরণে অন্য ক্যামেরারও চাহিদা বৃদ্ধি পেলো।

বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে, বড়দের বেশী আমল না দিয়ে ছোটদেরই এগিয়ে যাবার ঝোঁক এসেছে বেশী। সর্বত্রই এখন ছোট ক্যামেরা—৩৫ মিনি—ফটো-সাংবাদিকদের হাতে দেখা যাচ্ছে। আর সঙ্গে আছে ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ!

*

অনেক ক্ষেত্রে এমন সব ছবি তুলতে হয়, যে-সব মুহূর্তমাত্র বিলম্বের জন্য—অর্থাৎ একটু আগে-পরে শাটার টেপার জন্য—ঘটনার/বিষয়ের অর্থ পালটে যায়। দেখা যায়, ক্যাপ্‌শনে যা বলা হয়েছে ছবিতে তা বোঝাচ্ছে না।



মনট্রিল ওলিম্পিক '৭৬। (ওপরে) একক-সাইকেল চালনায় বিজয়ী—
জি-ডি-আর, (মধ্যে) পোলাণ্ড এবং জি-ডি-আর দলের ফুটবল
ফাইনাল, (নিচে) মহিলাদের ৪০০ মিটারের দৌড়প্রতিযোগিতা।

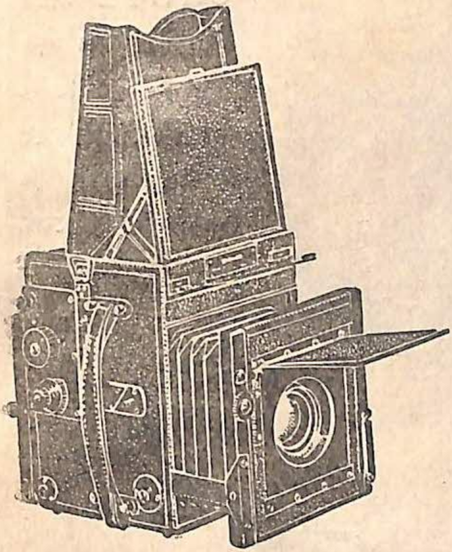
[ফটো—অমিয় তরফদার।]



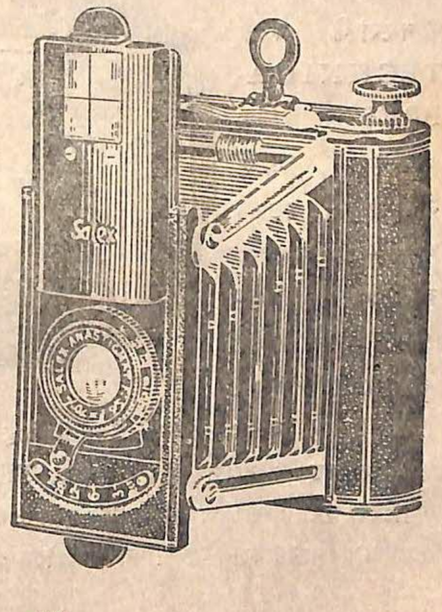
ফুটবল খেলার মাঠে খেলার ছবি তোলাই হচ্ছে স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু খেলার বাইরে অন্য কিছু ঘটলে এবং তার গুরুত্ব বুঝে ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে পারলে তাঁর কৃতিত্ব বোঝাবে বেশী। তেমনি একদিন খেলার মাঠে রেফারীর ওপর অমানুষিক হামলায় অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো। সেই হামলার পরিণতির নিদর্শন হিসেবে দৃষ্টান্ত তুলে ধ'রে ফটোগ্রাফার তাঁর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবিটি সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে পুরস্কৃত।

—শ্যামলকান্তি বসু / যুগান্তর।

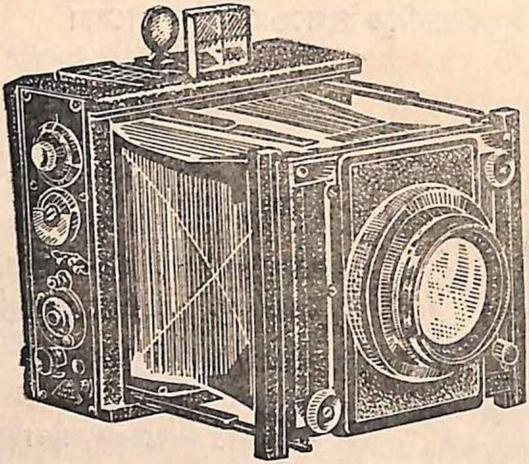
অর্ধ-শতাব্দী বৎসর পূর্বে প্রচলিত ইংলণ্ডের প্রেস-ক্যামেরা



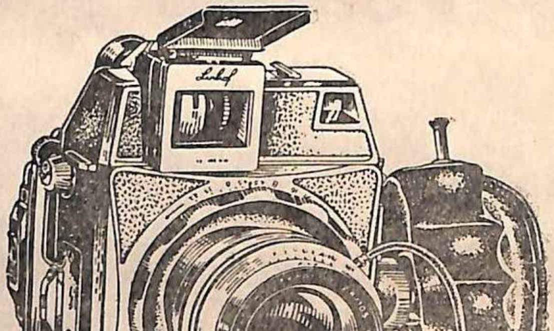
প্রথম যুগে প্রচলিত বিখ্যাত GRAFLEX ক্যামেরার অনুকরণে ১/৪ প্লেট সাইজের এক-লেন্সের রিফ্লেক্স ক্যামেরা। তৎকালীন বিখ্যাত ফটো-গ্রাফাররা প্রেস এবং অন্যান্য কাজের জন্য এ-ধরনের ক্যামেরাই পছন্দ করতেন। লেন্স f ৩·৫ এবং f ৪·৫ দু'রকমই ছিলো।



সরাসরি আই-লেভেলে ছবি তুলবার জন্য ১/৪ প্লেট সাইজের SALEX ক্যামেরা ছিলো অনেকটা ফোল্ডিং ক্যামেরার মতো। এতে adapter দিয়ে ২।৩ সাইজের ছবি তোলা সম্ভব হ'তো। লেন্স f ৪·৫। ক্যামেরা বন্ধ অবস্থায় খুবই ছোট মনে হ'তো।



GEORZ-ANS-CHUTZ নামে ক্যামেরা ১৮৯৭ সাল থেকেই প্রচলিত ছিলো। পরবর্তীকালে f ৩.৫ লেন্সযুক্ত ১/৪ সাইজের এই ক্যামেরা খুব চালু হয়। Base-board হীন ডিরেক্ট ভিউফাইণ্ডারযুক্ত।



এ-যুগেই বিশ্বখ্যাত জার্মানের 'লিনহফ্' প্রেস-ফটোগ্রাফির উপযোগী ক'রে TECHNICA-PRESS প্রচলন করেছেন। এতে নানা সুবিধার ভেতর আছে—১২০সাইজের কাট-ফিল্ম, ফিল্ম-প্যাক, রোল-ফিল্ম ব্যবহারের ব্যবস্থা। লেন্স f ২.৮, কম্পুর শাটার Revolving Swing, পেছনে বেলোযুক্ত—ইত্যাদি বহু সুযোগসম্পন্ন। তবে, TECHNICA-PRESS এ-যুগের ক্যামেরা হ'য়েও তার অত্যধিক ক্রয়-মূল্য এবং আমদানীর ডিউটি ইত্যাদির জন্য ভারতবর্ষের ফটো-সাংবাদিকদের হাতে স্থান পায়নি।

নড়াচড়া সংক্রান্ত

MOVEMENT

ফটোগ্রাফিতে movement কথাটির অর্থে বোঝায়—কোনো বস্তু বা পদার্থের গতিবেগ কিংবা নড়াচড়া। খেলাধূলার ছবি তোলার ব্যাপারে প্রসঙ্গত এর কথা আসে। প্রেস-ফটোগ্রাফাররা স্থির-বিষয়-বস্তুর ছবি অথবা স্থিরভাবে ব'সে কোনো নড়ন্ত-বিষয়বস্তুর ছবি তোলার সুযোগ বড় বিশেষ পান না। তাই সর্বদাই তাঁরা চিন্তা করেন, ক্যামেরা হাতে রেখেই মুহূর্তের ভেতর কী ক'রে ছবি তোলা যায়। নানা ধরনের বিষয়বস্তুর movement (যানবাহন চলাচল, খেলা-ধূলার বিষয়বস্তুর গতিবিধি, পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসা, বক্তৃতা ইত্যাদি) অনুযায়ী শাটার-স্পীডের কথা ভাবতে হবে, স্পীড্ বাড়িয়ে ছবি তুলতে হ'লে সেই অনুপাতে অ্যাপারচার বড় ক'রে দিতে হবে। তারপর বুঝতে হবে ফিল্মের ইমালসন্ সেই স্পীড্-অ্যাপারচার অনুপাতে ঠিক আছে কিনা।

উদাহরণ: ফুটবল খেলায় গোল-পোস্টের পাশে ব'সে ছবি তুলতে হবে বেলাশেষের স্তিমিত আলোয়। এখানে movement খুবই বেশী। তদুপরি নিকট থেকে ছবি তুলতে শাটার-স্পীড্ বেশী প্রয়োজন। এখন, এই দুর্বল আলোতে ১/১০০০ স্পীড প্রয়োজন হ'লে স্বভাবতই অ্যাপারচার যথাসম্ভব বড় ক'রে দিতে হবে। তবুও ছবি হবে কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় ছবি ঠিকমতো পেতে হ'লে বেশী স্পীডের ফিল্ম (অন্ততঃ 400 ASA) হওয়া চাই।

চলন্ত/নড়ন্ত বিষয়বস্তুর ছবি তুলতে প্রধানত সে-সবের গতিবিধির ওপর খেয়াল রাখতে হয়। অর্থাৎ কোনটা কী ভাবে, কোন দিকে, কী গতিতে নড়াচড়া করছে। ঠিক শাটার টেপার মুহূর্তেই যদি

কোনো বিষয়বস্তুর **movement** থাকে, তাহলে ফিল্মে/প্লেটে তার প্রতিকৃতিতে সেটা নড়াচড়া অবস্থায় ধরা পড়বে। এমন কি, বিষয়-বস্তুর movement ধীর হ'লে, কিংবা শাটার-স্পীড্ সংক্ষেপ হ'লেও —ছবিতে নড়াচড়া থাকবে। হয়তো সেটা এমনিতে নজরে পড়বে না।

কোনো গতিশীল বস্তুর ছবি তোলার সময় ফটোগ্রাফারের একটু হিসেব রাখা প্রয়োজন যে, ছবিতে movement কতখানি পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে। এর মোটামুটি হিসেব হচ্ছে—

শাটার স্পীডের সময় অনুপাতে কত ইঞ্চি স্থান নড়বে।

বিষয়বস্তুর গতিবেগ	শাটার স্পীড্ ১/৫০	১/১০০	১/৫০০	১/১০০০
২০ মাইল	৭·২	৩·৬	০·৭২	০·৩৬
৫০ মাইল	১৮	৯	১·৮	০·৯
১০০ মাইল	৩৬	১৮	৩·৬	১·৮

এখানে মোটামুটি হিসেবে ৫০ মাইল=১ ইঞ্চি গতিবেগ। এইটুকু মনে রেখে কাজের সময় একটা আন্দাজমত হিসেব করে নিলেই চলবে।

অনেক ছবির নেগেটিভ বা ছোট আকারের এনলার্জমেণ্ট দেখে movement-এর গলদ কোথাও আছে কিনা তা বোঝা যায় না। খুব বড় আকারের ছবি তৈরি করতে গিয়ে এ-সব ত্রুটি অনেক সময় বুঝতে পারা যায়। ছবিতে নড়াচড়া দেখতে পেলেই আমরা তাকে shaky-picture বলি। এখানে প্রশ্ন থাকে—সেটা camera-shake না subject-shake? এ বিষয়টা ফটোগ্রাফারের বুঝে নিতে হবে।

অনেক সংবাদ-ছবি আমরা পত্রিকায় দেখতে পাই—যে-সবের মধ্যে এই movement-এর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছাপা হয়েছে, এবং তাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখানে, ছবিতে সংবাদ-পরিবেশনটাই নিশ্চয় মুখ্য ছিলো। এবং ঐ সংবাদ-সম্বলিত ছবি সেটা অপেক্ষা ভালো নিশ্চয়ই তখন পাওয়া যায় নি, কিংবা পাওয়া সম্ভবও

ছিলো না। ব্যাপারটি হয়তো এমনভাবে ঘটেছে যে, তখন অন্য কোনো ফটোগ্রাফারও সেখানে উপস্থিত ছিলো না এবং এই ফটোগ্রাফারের পক্ষে তখন ফোকাস, স্পীড্ এ-সব adjust করবার সময়ও ছিলো না। তখন ক্যামেরার টেক্‌নিকের কথা চিন্তা করতে গেলে সংবাদ-টেকনিক ব্যর্থ হ'তো। হারাতে হ'তো এই মূল্যবান ছবি।

খেলাধূলার ফটোগ্রাফিতে বিষয়বস্তুর movement সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকাটা কাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে ব্যর্থতার মাত্রা কিছু ক'মে যায়। তাই যতদূর সম্ভব এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে মোটামুটি ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে—দূরের বস্তুর অপেক্ষা নিকটের বস্তুর নড়াচড়া চোখে বেশী ধরা পড়ে। একই বস্তুর ছবি তুলতে দূর থেকে যে শাটার-স্পীড্ দেওয়া হবে, তার চেয়ে বেশী স্পীড্ দিতে হবে নিকটে হ'লে।

এখানে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো।

বিষয়বস্তু	২৫ ফিট	১০ ফিট
ক্যামেরামুখো —লোকজনের হাঁটাচলা ……	১/৫০	১/১০০
আড়াআড়িভাবে— " " ……	১/১০০	১/২০০
ক্যামেরামুখো —লোকজনের দৌড়ে আসা ……	১/২০০	১/৫০০
আড়াআড়িভাবে— " " ……	১/৫০০	১/১০০০
ক্যামেরামুখো —যানবাহন (১০ মাইল গতিবেগ)	১/১০০	১/২৫০
আড়াআড়িভাবে— " " ……	১/২৫০	১/৫০০
ক্যামেরামুখো — " (৩০ মাইল গতিবেগ)	১/২৫০	১/৫০০
আড়াআড়িভাবে— " " ……	১/৫০০	১/১০০০
ক্যামেরামুখো —সাইকেল, ঘোড়ায় চড়ে ……	১/২০০	১/৫০০
আড়াআড়িভাবে— " "	১/৫০০	১/১০০০
জলের ভিতর সাঁতারের দৃশ্য ……	১/৫০	১/১০০
স্পোর্টসের দৌড় / লাফ ইত্যাদি নানাপ্রকার খেলাধূলা—	আলোর ক্ষমতা বুঝে যতদূর সম্ভব বেশী স্পীড্ রাখা ভালো।	

আর একটি মনে রাখবার মত প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে—বিষয়বস্তুর গতি (direction) অনুযায়ী ক্যামেরার কোণ (angle) পরিবর্তনেও শাটার স্পীডের পরিবর্তন ঘটে। যেমন, একটি দ্রুতশীল গাড়ির ছবি তুলতে হ'লে, মুখোমুখি শাটার স্পীড্ হবে—১/২৫০, আড়াআড়িভাবে হবে—১/৫০০। এখানে কোণাকুণিভাবে তুলতে হ'লে এর মাঝামাঝি স্পীড্ হওয়া দরকার। ক্যামেরায় এই হিসেবের কোনো স্পীড্ না থাকলে—১/২৫০ দিয়েই চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু সম্ভব হ'লে ১/৫০০ দেওয়া ভালো।

এখন দেখা যাচ্ছে—বিষয়বস্তুর নড়াচড়াকে ঠিকভাবে ক্যামেরায় তুলবার জন্যই প্রয়োজনীয় শাটার স্পীড্ ব্যবহার করা হয়। এই উপযুক্ত স্পীডে ছবি তুললে ছবিতে movement বোঝা যাবে না। দেখা যাবে সেই মুহূর্তের একটি বিশেষ রূপ। কিন্তু বর্তমানে এই নিয়ম সব ক্ষেত্রে মেনে চলা হয় না। ইচ্ছে ক'রেই নিয়মভঙ্গ করা হয়। কারণ তাঁরা চান ছবিতে কিছুটা movement-এর আভাস থাকুক। না হ'লে ছবিটা যেন প্রাণহীন ব'লে মনে হয়। তেমন ভালো লাগে না। তাই, আধুনিক ফটোগ্রাফাররা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একটু movement-এর আভাস ছবিতে রাখতে চেষ্টা করছেন।

ফটো-টেলিগ্রাফি

PHOTO-TELEGRAPHY

সংবাদ জগতে বর্তমানকালে ফটো-টেলিগ্রাফি একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। ফটো-টেলিগ্রাফি বলতে আমরা বুঝি একটি স্থির-চিত্রকে (Still photograph) আলোর বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা তারে অথবা বিনা-তারে by wire and radio অন্যত্র পাঠানো। অর্থাৎ টেলিগ্রাফ মারফত কথা না পাঠিয়ে ছবি পাঠানো। এবং বর্তমানে সেজন্য একটি সংবাদ-ছবি অনেক কথা নিয়ে দেশ-বিদেশের পত্রিকার পাঠকদের সামনে সত্বর হাজির হচ্ছে। এমন কি রেডিওতে সংবাদ পরিবেশনের পূর্বেই হয়তো সে-বিষয়ের ফটোগ্রাফ বার্তা সম্পাদকের টেবিলে হাজির হচ্ছে। একই সময় সে-ছবিকে প্রকাশ করবার সুযোগ পাচ্ছে—আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, ব্রিটেন সবাই।

এই প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে প্রথম ১৯০৭ সালে Professor A. Korn প্যারিস থেকে লণ্ডনে ছবি পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ছবি পাঠাতে যে পরিমাণ অর্থকড়ি ব্যয় করতে হচ্ছিলো, তাতে ছ'বছর পরেই, অর্থাৎ ১৯০৯ সালে এটা বাতিল ক'রে দিতে হয়। পরবর্তীকালে এর পদ্ধতির অনেকখানি উন্নতি করা হয় Photo-electric cell দিয়ে। বর্তমান পদ্ধতিতে একটা glass cylinder/drum-এর ওপরে গোলভাবে ছবিটি লাগিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় ছবির প্রিণ্টের বদলে নেগেটিভও লাগানো হয়। তারপর সেই cylinder drum যখন ঘুরতে থাকে তখন একটি আলোর রশ্মি একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত প্রিণ্ট/নেগেটিভের ওপর ক্রিয়া করে।

এই আলোর ক্রিয়ায় ফটোগ্রাফের density হিসেবেই scan করার ব্যবস্থা আছে। এবং সেই densityতেই দূর দেশের নির্দিষ্ট তার / বিনা-তার Receiving যন্ত্রে প্রতিফলিত হয়।

ভারতবর্ষ এ-লাইনে কত দূর অগ্রসর হয়েছে তার সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই। তবে বড় বড় শহরে সরকারী টেলিগ্রাফ অফিস মারফত এই জাতীয় ছবি বিদেশে পাঠানো হয় ব'লে জানা যায়। কিন্তু বিদেশের বড় বড় দেশে—ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান এসব দেশে কোনো বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান/ঘটনার জন্য ফটোগ্রাফারের সঙ্গে wire photo machine এবং ছোট transmitter পর্যন্ত পাঠিয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য এত অর্থব্যয় ক'রে সারা পৃথিবীতে ছবি পাঠিয়ে যে টাকা উপার্জিত হয় তা বিশেষ লাভজনক। বিদেশে এর প্রয়োজন এত বেশী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে এর চাহিদা ও সমাদর ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ-লাইনে অভিজ্ঞ এজেন্সি, লণ্ডনের Associated Press-এর মতে—

"These typical developments in the rapid distribution of news photos by wire have been the major history-making once in post-war agency operations. Paralleling news textual reporting they are delivering news photographs around the world, in Communist and Capitalist countries and in lands of many races—while the pictures are still news. This impact has yet to be thoroughly analysed. But certainly a new force has been added to news-reporting, a force giving events, near and far, greater reality for the reader."

তথ্য অনুসন্ধান ক'রে জানা যায়, স্কট্ল্যাণ্ডের Alexander Bain নামক এক ভদ্রলোক ১৮৪২ সালে এমন কতকগুলো যন্ত্রপাতি ব্যবহার

ক'রে facsimile transmission ক'রে দেখিয়েছিলেন, সে-সব যন্ত্র বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিরই প্রাথমিক সংস্করণ বলা চলে। তারপর অবশ্য এ-লাইনে Professor Korn ইত্যাদি ব্যক্তিরা কাজ ক'রে সুফল পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এমন কি আধুনিক electronic valves-এর সংযোজনের পূর্বেই, হাফটোন ছবি মোটামুটিভাবে পাঠানো সম্ভব হয়েছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই electronic techniquesএ অতি সহজে ও সুন্দরভাবে ছবি পাঠানোর কাজ শুরু হয়।

*

সাজানো (arranged) ভালো ছবি অপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণ স্বাভাবিক ছবির মূল্য অনেক বেশী। সে-ছবি অস্পষ্ট হ'লেও আপত্তি হয় না।

আর একটি বিষয় জানা ভালো—ফটো-সাংবাদিকতায় Trick কিংবা ফাঁকি চলে না।

পেশাগত আচরণবিধি

ETHICS

একজন ফটো-সাংবাদিকের, বিশেষ ক'রে পত্রিকার স্টাফ-ফটোগ্রাফারের সর্বদাই কর্তব্য-কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কখন কীভাবে কোথায় ছুটতে হবে তা আগে-ভাগে কেউ বলতে পারেন না। পত্রিকা অফিস কিংবা এজেন্সিতে কোনো ঘটনার সংবাদ পৌঁছনো মাত্র ফটোগ্রাফারকে ছুটতে হবে ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে। ফটোগ্রাফারকে যথা সত্বর পৌঁছতে হবে ঘটনাস্থলে (place of occurance/incident)। তখন তাঁর স্পীড্ প্রয়োজন ফায়ার-ব্রিগেডের মতো, আর মেজাজ থাকে সৈনিকের মতো। ঘটনাস্থলে পৌঁছতে বেছে নিতে হবে সংক্ষিপ্ত পথ। তখন কষ্ট, পরিশ্রম, অর্থব্যয়, ঝুট-ঝামেলা—এসবের দোহাই দেওয়া চলবে না।

ঘটনা/অনুষ্ঠান স্থলে ফটোগ্রাফারের কাজ হচ্ছে অনেকটা কারফিউ এলাকায় পুলিশের মতোই—Shoot at sight। অর্থাৎ সংবাদের কিছু দেখতে পেলেই শাটার টিপে যাও। কোন ছবি কতগুলো তোলা হবে সে-সবের বাছ-বিচার অনেক ক্ষেত্রে করা সম্ভব নয়।

বিষয়/ঘটনার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে ছবির গুরুত্ব। তাই এখানে ফিল্ম/বাল্বের হিসেব ক'রে কাজ করা চলে না। যেমন, একজন রিপোর্টার ঘটনা/অনুষ্ঠানস্থলে যতভাবে সম্ভব সাংবাদ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসে পরে তা গুছিয়ে একটি পুরোপুরি বিবরণ তৈরি করেন, তেমনি একজন প্রেস-ফটোগ্রাফার নানাদিকের বিবরণমূলক ছবি নিয়ে এসে তুলে ধরেন নিউজ-এডিটরের চোখের সামনে।

এসব ক্ষেত্রে ফ্রীলান্সরা, হয় ছবি তৈরি ক'রে পুরোপুরি write-up সহ বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন, নয়তো পুরো exposed filmটাই ডেভেলপ না ক'রে পাঠিয়ে দেন বিদেশের এজেন্সি/পত্রিকার জন্য। তাড়াতাড়ি ছবি পাঠাবার জন্য সব ব্যবস্থাই ঠিক রাখতে হয়।

প্রেস-ফটোগ্রাফারদের কর্তব্য-কর্মের প্রতি একটি বিশেষ নিষ্ঠা থাকে। কাজের সময় বিষয়বস্তুর দিকে পুরোপুরি নজর রেখেই এদিক-ওদিক চলাফেরা ক'রে থাকেন। যেখানে বেশীসংখ্যক ফটোগ্রাফার থাকেন, সেখানে নিজেদের সুবিধার জন্য ছবি তোলার বিষয়ে একটা বোঝাবুঝি হয়। অনেকটা fall-in করার মতোই সারিবদ্ধভাবে, অথবা দু'ভাগে দাঁড়িয়ে-ব'সে ছবি তোলা হয়। ছবি তোলার সময় যদি কেউ একটু বিশেষ সুবিধাভোগের আশায় নিয়মভঙ্গ করেন, তাহ'লে তাঁকে নানাদিক থেকে কটুবাক্য শুনতে হবে। এটা সত্যিকথা, ছবি তোলার সময় অপরের বাধাসৃষ্টি কেউ বরদাস্ত করবেন না। কারণ, এখানে ছবি তোলায় ব্যর্থতার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে যে!

অবাঞ্ছিত কোনো ব্যাপার প্রেস-ফটোগ্রাফারদের কাজের মধ্যে ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নানা ব্যাপারে লোকজন থাকে নানা রকমের। সেখানে ঝুট-ঝামেলাও থাকে প্রচুর। তবুও তারই ভেতর থেকে নিজের কাজ হাসিল ক'রে আসতে হবে। কারণ, ছবি যেন-তেন-প্রকারেন চাই।

কর্তব্যরত প্রেস-ফটোগ্রাফাররা সংবাদিক হিসেবে একটা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁরা যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েও থাকেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে অপদস্থ হ'য়েও ফিরতে হয় তাঁদের। বিচক্ষণ ফটোগ্রাফাররা বাইরে কোনো অমর্যাদার ব্যাপার ঘটলে তা নিয়ে সেখানে বিশেষ হৈ-চৈ করেন না। তাঁরা সাংবাদিকের ethics পালন ক'রে পরে প্রয়োজন হ'লে বিষয়টি নিয়ে যথাযথ action নিয়ে থাকেন।

ফটোগ্রাফারদের বহু কর্তব্যের ভেতর একটি বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে—নিজের ছবি তোলার কথা অপর ফটোগ্রাফারকে না বলা। এখানে পুরোপুরি non-co-operation. এখানে যার-যার তার-তার। তাই দেখা যায়, কোনো ঘটনা/অনুষ্ঠানে সবাই একসঙ্গে থেকেও একটু পৃথক-পৃথক হ'তে চান। যেমনি নজর বিষয়বস্তুর দিকে, তেমনি নজর কোনো ফটোগ্রাফার কিছু নতুন বিষয়বস্তুর ছবি তুলছে কিনা। সবাই চেষ্টা করেন এমন কিছু ছবি পেতে, যা দিয়ে আর সবাইর ওপর টেক্কা মেরে বিশেষ কৃতিত্ব জাহির করতে পারবেন। না হ'লে, মামুলী ছবিতে মনে আনন্দ আসে না। এ-ব্যাপারটা খারাপ নয়, বরং এতে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

এটা ঠিক যে, সব পত্রিকাই গতানুগতিক ছবি বাদ দিয়ে একটু নতুন ধরনের ছবি দিতে চেষ্টা ক'রে থাকেন। কিন্তু এটাও দেখা যায়, কোনো-কোনো নিউজ-এডিটর পরের দিন সংবাদপত্রে 'নিজস্ব' ফটোগ্রাফ অপেক্ষা অপর পত্রিকার প্রকাশিত ফটোগ্রাফগুলোরই বেশী তারিফ করেন। কেন জানিনা এঁরা ভালো-মন্দ নিজে বুঝতে চেষ্টা করেন না। ফলে, সংশ্লিষ্ট ফটোগ্রাফার ভবিষ্যতে ভালো ছবি তোলার জন্য তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। না হ'লে যে কোনো ফটোগ্রাফারই একটুখানি প্রশংসার বিনিময়ে অনেকখানি কষ্ট-স্বীকার করতে কসুর করেন না।

সাংবাদিকদের আচরণবিধি

সতেরোজন সম্পাদকের এক কমিটি সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের জন্য আচরণবিধির একটি খসড়া* তৈরি ক'রে রাজ্যসভায় পেশ করেছিলেন। সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

* খসড়াটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয়েছিলো ১৯৭৬ সনের ৮ই জানুয়ারী। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো—ন্যাশনাল হেরাল্ড, পেট্রিয়ট, মেইনস্ট্রিম, মেইল, হিন্দু, নব ভারত টাইমস, মালয়ালম মনোরমা এবং মাতৃভূমি।

১) কর্তব্য সম্পাদনে সাংবাদিকরা মৌল, মানবিক ও সামাজিক অধিকারের কথা মনে রেখে প্রতিবেদন ও মন্তব্য লিখবেন।

২) সাংবাদিক ও সংবাদপত্র রাষ্ট্র ও জনগণের কাজকর্মের ওপর গুরুত্ব দেবেন। তাঁদের এমন সব কাজকর্মের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত যাতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়।

৩) বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচনা দিতে পারে, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র এমন সব প্রতিবেদন ও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবেন।

৪) সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কোনো তথ্য বিকৃত করবেন না। এবং মিথ্যা জেনে কোনো সংবাদ পরিবেশন বা প্রকাশ করবেন না।

৫) অনুমানমূলক কোনো উত্তেজক সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না। কোনো প্রতিবেদন বা মন্তব্য ভুল প্রমাণিত হ'লে তা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করতে হবে।

৬) বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। বৃত্তিমূলক গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

৭) বৃত্তিগত কাজ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সাংবাদিকরা তাঁদের প্রভাব খাটাবেন না।

৮) উৎকোচ গ্রহণ ক'রে কোনো সংবাদ বা মন্তব্যের প্রকাশ বন্ধ করা চলবে না।

৯) যাতে জনস্বার্থ জড়িত নয়, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র এমন কোনো ব্যক্তিগত বিতর্ক সৃষ্টি করবেন না।

১০) গুজবমূলক সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না।

১১) অশ্লীল বা অপরাধ-প্রবণতা বাড়ায় এমন সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না।

১২) সাংবাদিক ও সংবাদপত্র গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলবেন।

১৩) উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাঙ্গামার সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না।

১৪) ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার পক্ষে ক্ষতিকর এবং ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিঘ্নিত হ'তে পারে এমন সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না।

*

প্রকৃত সংবাদ কোনটা, তা বোঝাতে গিয়ে বলা হয়—যদি কুকুর কোনো মানুষকে কামড়ায় তাহ'লে সেটা মোটেই সংবাদ নয়। সংবাদ হবে তখনই যদি কোনো মানুষ কুকুরকে কামড়ায়।

অর্থাৎ যেটা স্বাভাবিক, সেটা তেমন সংবাদ হিসেবে গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু তাই ব'লে কি সে-ধরনের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয় না?

ছাপা অবশ্যই হ'য়ে থাকে। কিন্তু পাঠকদের কাছে তার গুরুত্ব ততখানি থাকে না।

ফটোগ্রাফের স্বত্ব

অতীতে ছবির কপিরাইট সম্বন্ধে এবং ছবির পারিশ্রমিক (Reproduction fee) সম্বন্ধে তেমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম বা আইনকানুন ছিলো না। বর্তমানে তার থেকে বেশী কিছু কিন্তু বলা যায় না। এদেশে কোন পত্রিকার কী নিয়ম, কিংবা কোন পত্রিকা কি রকম পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে, সে-সবের কোনো রীতি-নীতি, বাধ্য-বাধকতা আছে কিনা বলা দুষ্কর।

বিদেশে প্রায় সর্বত্রই এ সবের প্রচলন আছে। ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিলো, তখন কপিরাইট নিয়ে কোনো প্রশ্ন হ'লে, ইংলণ্ডের আইন (Copyright Act of 1911) তুলে ধ'রে বিচার করতে হ'তো। আর সত্যি কথা বলতে কি, এদেশে কার তোলা ফটোগ্রাফ কে কোথায় কীভাবে ব্যবহার করছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বিনা অনুমতিতে অন্যায়ভাবে ছবি ছাপলেও ফটো-গ্রাফাররা তা নিয়ে কোনো দাবী-দাওয়া করেন না, কিংবা আইনের আশ্রয় নেয় না। এর কারণ হচ্ছে, এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট আইন-কানুন নেই ব'লে এসবে শুধু ঝামেলাই ডেকে আনা হয়। কিন্তু একটা বিশেষ গোলমেলে ব্যাপারকে এভাবে সবাই এড়িয়ে গেলে, ভবিষ্যতে ফটোগ্রাফাররা ন্যায্য পারিশ্রমিক কোনো দিনই পাবেন না।

ইংলণ্ডের কপিরাইট কানুন অনুসারে—

কোনো ফটোগ্রাফার স্বেচ্ছায় যে-ছবি তুলবেন সে-ছবির কপি-রাইট তাঁর। এই কপিরাইটের মেয়াদ ৫০ বৎসর পর্যন্ত থাকবে।

কোনো ফটোগ্রাফারকে নির্দেশ দিয়ে অর্থের বিনিময়ে যে-ছবি

তুলিয়ে নেওয়া হয়, তার কপিরাইট ফটোগ্রাফারের থাকবে না। এর স্বত্ব থাকবে সে-ব্যক্তির যিনি অর্থদ্বারা সেই ছবি তুলিয়েছেন।

স্টুডিওতে ছবি তোলালে ছবির কপিরাইট থাকবে গ্রাহকের। কিন্তু বহুদিনের প্রচলিত রীতিতে সেই ছবির নেগেটিভ সংশ্লিষ্ট স্টুডিওতেই রেখে দেওয়া হয়। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে, ভবিষ্যতে তার 'কপি' প্রয়োজন হ'লে, সেই স্টুডিওই কিছু অর্থ পাবে। এ-কাজটা অলিখিতভাবে থাকলেও, সেই ছবি গ্রাহকের অনুমতি ভিন্ন কোথাও দেওয়া হয় না।

পৃথিবীর সর্বত্র ফটোগ্রাফ তোলার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। তবে নানা কারণে কয়েকটি ক্ষেত্রে ছবি তোলায় কিছু বাধা-নিষেধ থাকে। আবার অনেক ছবি অনুমতি সাপেক্ষে তুলতে হয়। তাছাড়া এই পৃথিবীতে পথে-ঘাটে সব কিছুরই ফটোগ্রাফ তোলায় আপত্তি নেই। এইসব ছবির মালিকানা স্বত্ব (Copyright) সেই ফটোগ্রাফারের। অর্থাৎ সেই নেগেটিভের স্বত্ব, বিষয়বস্তুর নয়।

সংবাদ-ছবির ক্ষেত্রে—একই বিষয়বস্তু/ঘটনার ছবি একই স্থান থেকে যতজন ফটোগ্রাফার তুলবেন, তাঁদের সকলেরই কপিরাইট পৃথকভাবে থাকবে। অর্থাৎ—প্রতিটি ছবির পৃথক নেগেটিভ হয়েছে। তাই পৃথক স্বত্ব। এখানে কোনো ফ্রীলান্স ফটোগ্রাফার যদি কোনো পত্রিকায় একটি ছবি পাঠান, তাহ'লে সে-ছবিটি ব্যবহার করবার অধিকার শুধু সেই পত্রিকারই থাকবে। অন্য কোনো পত্রিকায় ছাপালে আইনত দায়ী হবে। আবার যদি সেই ফটোগ্রাফ থেকে কপি ক'রে অন্য নেগেটিভ তৈরি ক'রে নেয় এবং সেই নেগেটিভ থেকে ছবি প্রস্তুত করা হয়—তাহ'লেও এই আইনের অওতায় পড়বে।

বর্তমানকালে প্রচার-জৌলসে বিজ্ঞাপনকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে রমণীর ফটোগ্রাফ বহু প্রকারে ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্দেহ নেই এ সব ছবির চাহিদা আছে এবং এ সব ছবির 'মডেল'রা বেশ মোটা রকমের অর্থ পেয়েও থাকেন। এ জাতীয় ছবি তুলবার ব্যাপারে একটি বিষয়ে

সতর্ক থাকা প্রয়োজন। মডেলের ছবি, কোথায় কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়ে জানিয়ে তার অনুমতি লিখিতভাবে রাখা প্রয়োজন। এতে ভবিষ্যতের অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গের এবং আইনের কবল থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। এ-সব ছবির লিখিত মতেই কপিরাইট হয়।

এ-ভাবেই ফটোগ্রাফ ব্যবহারের নানা আইনকানুন রচিত হয়েছে নানা দেশে ফটোগ্রাফারদের স্বার্থরক্ষায়। ইংলণ্ড ছাড়াও সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, জার্মানী—এ-সব দেশে Convention-এ ফটোগ্রাফের কপিরাইট নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে, প্রত্যেক দেশের স্বার্থে সামান্য কিছু রদ-বদল ক'রে, সবাই এই আইন মেনে নিয়েছেন। সেটাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন।

যদিও রাশিয়া আর আমেরিকা এই Convention-এ যোগদান করেন নি, তবুও তাঁদের দেশে নিজেদের সুবিধামতো নিজস্ব কপিরাইট আইন প্রচলন করেছেন। সে আইনকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়েই পালন করা হচ্ছে।

এসব নেই শুধু ভারতবর্ষে।

প্রেস-কার্ড

ACCREDITED PRESS CARD.

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত সাংবাদিকদের জন্য নিয়মাবলী।
১৯৭০ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখের গেজেটে প্রকাশিত।

THE
CALCUTTA GAZETTE

CHAITRA 27] FRIDAY, APRIL 17, 1970. [SAKA 1892

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
NOTIFICATION

RULES REGARDING CONDITIONS FOR THE ACCREDITATION TO THE GOVERNMENT OF WEST BENGAL OF PRESS REPRESENTATIVES AT STATE HEADQUARTERS AND IN THE DISTRICT, SUBDIVISIONAL AND OTHER TOWNS IN THE STATE.

2 (c) A Press Representative means and include, as the case may be, —

(i) a Correspondent/Staff Reporter, representing a news paper or news agency ; and a News Photographer, representing a newspaper, a news agency and news photo service or an illustrated journal ; and a Cine Cameraman representing a Cinema or Television News Service.

(ii) A part-time working journalist/Correspondent or News Photographer (to be granted accreditation except in its place of publication and for journals published outside West Bengal but not to those stationed in Calcutta).

A part-time journalist means one whose principal avocation is that of journalism, but who may be employed by or attached to more than one newspaper or agency at the same time.

(iii) A person appointed with his headquarters in Calcutta to act in any capacity as in 2 (c) (i) above by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, the Department of Information and Public Relations, Government of West Bengal or the Government of any other State in India.

(iv) Any such persons as may be specially recommended by the State Press Accreditation Committee, West Bengal, on the merit of his having held an Acccreditation Card for a long Period or for outstanding contribution to presentation of public news and comments thereon.

Procedure and conditions of Accreditation

Applications for accreditation shall be submitted by the Editor of the Newspaper or Branch Manager of the News Agency or the Head of the Bureau concerned to the

Director at Writers' Buildings, Calcutta. A prescribed form shall be used, which shall include full details about the professional experience of the Representative. The Direcor shall place all such applications with his observations before the Committee for its consideration.

2. A Representative for accreditation shall fulfil the following conditions :

(i) His residence during the period of accraditation should be at the Headquarters of the Government of West Bengal or anywhere in the area of the Calcutta Metroplitan Organisation Authority in case of newspaper and news agencies or other services operating from their respective offices or Bureau in Calcutta or in a specified district, subdivional or other town in the State for being accreditated in a town other then Calcutta.

(ii) He should be a working journalist as defined in the Working Journalists (Conditions of Service and Miscellaneous Provision) Act, 1955 and employed whole time or a Representative as defined under Rule 2.

(iii) At the time of application he should have spent not less then three consecutive years in the professin of journalism, news photography, cine and television cinematography as the case may be.

3. (a) In the case of news agencies the factors to be taken into consideration to determine accreditation shall be :

(i) Type of the agency ;

(ii) Method of distribution of its service ;

(iii) Centres or the newspaper catered for ; and

(iv) Number of subscribers.

(b) In the case of newspaper the factors to be taken into consideration to determine accreditation shall be –

(i) Nature and type of the newspaper ;

(ii) Periodicity and regularity of publication. (Normally accreditation will be restricted to a daily or largely circulated weekly newspaper or illustrated journal) ;

(iii) Its circulation and class of persons to whom circulated ; and

(iv) In the case of photo news services and illustrated journals professional standing of the newspaper, the frequency of publication, quality and quantity of photographs published and the space devoted for the same or circulated to other journals.

4. Accreditation shall be personal and not transferable. Accreditation shall not confer any official status on the Representative and the same will merely be a recognition of the identity of the Representative and his relation to the news paper or news agency, photo service or Cine and Television Service or other organisation which employs him. They should not use any letterheads and visiting cards inscribed with the words "Accredited to the Government of West Bengal", etc.

5. A press accreditation card will be issued to each accredited Representative by the Director.

6. Admission to special events and places, incuding press conferences, however, may in some cases be governed by invitations or admission tokens. Admission to protected places or photography in restricted places shall not be permissible by virtue of this card. In determining the number of Accredited Representation to be allowed, the character and volume of coverage required in each case and the limitations of the services of the Information and Public Relations Department available will be taken into consideration, and, therefore, subject to periodic revision.

7. When an Accredited Representative ceases to represent the newspaper, agency, service or organisation on

behalf of which he was accredited or ceases to function as Reporter/Correspondent/Photographer or his designation or duties are changed, the fact should be brought to the notice of the Director in writing by the Accredited Representative himself as well as by the Editor, Head of organisations or Bureau concerned within fifteen days, failing which, facilities accorded to the newspaper/agency, organisation, service, bureau, etc., may be withdrawn by the Director without following the procedure stated hereinafter and the action taken communicated to the Chairman of the Committee simultaneously.

8. A Representative shall be liable to disaccreditation if –

(a) he uses for non-journalistic purposes information and facilities accorded to him as an accredited representative or otherwise utilises the contents, in full or part, of classified official documents, the publication, broadcast or the use otherwise of which is considered as detrimental to the law and order or the security of the State, or relations with a foreign Government, or in the apprehension of criminal offenders or administration of justice ;

(b) in the course of his duties he behaves in an undignified or unprofessional manner ;

(c) ignores or violates the conditions on which information and facilities are provided by the Government or acts contrary to any provisions of these Rules.

9. Action under Rule 8 shall be taken by the Director on the advice of the Committee after the matter is duly reported in writing separately and simultaneously to the Head of Organisation, Service or Bureau, to the Editor and the Representative concerned and after they have been given a reasonable opportunity to be heard in person, or through a memorandum by the Committee, but not through

a legal adviser or representative. The final decision to disaccreditate or otherwise shall in each case be communicated to all concerned in writing.

10. A Representative or his Bureau, Service, Organisation or Editor shall be entitled to make a representation to the Government in its Information and Public Relations Department against any decision taken under these Rules. Such representations should reach the Minister within one calender month from the date on which the decision in question was communicated to the person concerned by the Director under Registered Acknowledgment Due post.

11. The list of Accredited Representatives shall normally be reviewed once in every six months, by the Director or his nominee in consultation with the Committee in the light of changes in respect of the name and status and number of Accredited Representatives or changes in the circulation, status, services, etc., of the newspapers, agencies, organisations, etc.

12. (a) On the recommendation of the Chairman, or of any two members of the Committee, the Director may issue provisional accreditation to a Representative in emergent cases, if there be not adequate time for making a reference to the Committee. All cases, however, shall be reported to the Chairman at the time of issuing the card.

(b) In an emergency and circumstances warranting such action, the Director shall also be free to disaccreditate a Representative.

But all action taken under this provision shall be reported to the Chairman simultaneously, the Committee retaining the powea to review such decision either on its own accord or on an appeal submitted by any one concerned.

13. All correspondence on behalf of the Committee and in the name of the Committee shall be signed by the Convener and on behalf of Government by the Director.

14. While rights of accreditation are personal and not transferable, if an accredited Representative, on account of unavoidable circumstances cannot attend a Press Conference. the Director may at his discretion, permit his nominee to attend that Conference in his place.

15. For access to Press Conference and Government Offices, Accredited Representatives may be required to produce their Press Cards for identity.

16. Press facilities may be extended on a provisional basis for a period not exceeding one month by the Director at his discretion to a Representative, decision on whose applications for accreditation may be pending or to a Representative just arrived in India and whose credentials were on the way or whose stay in the country was for a short duration on a specific assignment only, reporting of this fact to the Committee simultaneously.

Particulars regarding accreditation in District, Subdivisinal and other towns in the State

Daily newspapers published anywhere in West Bengal or elsewhere in India, and weeklies and fortnightlies published within the district concerned, news agencies with Head Offices in Calcuita or Bureau or Branch Offices in Calcutta shall be entitled to accreditation at District, Subdivisional and other towns subject to the conditions prescribed in these Rules.

2. All applications for accreditation shall be submitted by the Editor in the prescribed form, to the District Magistrate/Deputy Commissioner concerned who would forward the same to the Director after proper verification.

3. The Director/Convener shall place all such applications for the consideration of the Committee.

4. All other Rules as aforesaid shall also apply to

Representatives accreditated in District, Subdivisional and other towns.

Accreditation to foreign Representatives

Applications for accreditation shall be submitted to the Director duly supported in each case by a letter or telegram of appointment from the editor of the newspaper and/or news agency or the Head of the Bureau, Branch or Organisation in India, or a letter of introduction from the Foreign Correspondents Association of India (New Delhi), or the appropriate Diplomatic or Consular representative in India, or the Principal Information Officer, Government of India. The Director shall in the usual course refer after such applications to the Committee for advice.

2. An applicant for accreditation shall be a bona fide Journalist and he should be resident in India and stationed in Calcutta during the period of his accreditation.

3. Factors determining status of the newspaper, news agency, photo service, cine and television service shall be :

(i) In the case of a news agency :

(a) regular use of overseas tele-communication services for the transmission of news from West Bengal ; and

(b) the countries or newspapers catered for.

(ii) In the case of a newspaper :

(a) The newspaper in question should be a newspaper as defined in the Post Office Act and should be published regularly ; and

(b) Its circulation and class of persons among of whom circulated.

4. A newspaper or news agency or cine or television service shall not be entitled to more than one Aceredited Representative/Correspondent, and Photographer or Cameraman.

5. All Accredited foreign Representatives shall be accorded the same facilities as may be extended to the local Accredited Representatives.

6. An Accredited Representative shall be liable to disaccreditation, for the same reasons as those relating to local Accredited Representatives and the same procedure shall be followed.

— By order of the Governor

* শুধুমাত্র প্রেস-ফটোগ্রাফারদের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশটি উদ্ধৃত।

[From the Anthology published in connection with the All-India Conference on Photo-Jurnalism 1973, Organised in Calcutta by the Land & Life.]

ANSWERS TO THE QUESTIONNAIRE

1. WHY DID YOU BECOME A NEWS-PHOTOGRAPHER ?

My becoming a news-photographer is a bit unusual. Because I was a pictorial-photographer first, and my fascination for news-photography came afterwards in which I was just an amateur type of freelancer. Later I found that equal interest has grown in me for both the branches of photography. Gradually my activities in both were widened and my interest went up to certain degree when I could feel that the beauty in a piece of pictorial-photograph could keep my mind absorbed for an unlimited time, and a scoop news-photograph could capture my appreciative mind giving me a lasting satisfaction. Surely it was a pleasure for me to have been able to maintain equal standard for pictorial-photography and news photography throughout, for which I received my recognisions - Associateship from London Royal Photographic Society for pictorial work, and offers from photo-agencies like International News Photos, London, etc for news-pictures.

Inspite of so much of affectionate feelings for both, I could not justify accepting any of these as economic proposition. What I was then looking for, was the line of a movie-cameraman. In fulfilment of that desire I came upto Calcutta for a training in a film-studio in 1939. Even afterwards I purchased a movie-camera with 100 ft. capacity which was good enough for news reels or docnmentary short films. Unfortunately at this stage, due to break of the War, I was compelled to leave Calcutta and I went back to Assam

to spend the uncertain days for a span of four years. A chance suddenly came again for an appointment in the post of the Official Photographer, created for the first time in the undivided Bengal Government, the post which demanded experiences in news-photography. It was in 1944.

In the context of what I have said here, the conclusion should be that, it is the circumstances that diverted me from cinematography to still-photography in the line of a news-photographer.

2. PLEASE TELL ABOUT ONE OF YOUR COVERAGES WHICH YOU CONSIDER TO BE MOST INTERESTING IN YOUR LIFE.

Though every news-photographer, more or less, has some interesting stories to tell, yet I consider this question could be better replied by a Freelancer than any Staff of Official Photographer. Because the field of a freelancer being unlimited, scope for his coverages is also vast, and from such persons really interesting stories can be expected. Anway, as for me, the most interesting coverage remains to be the one that I covered first in 1934.

My first coverage in new-photography was of Mahatma Gandhi during his tour of Assam. It was at the Gauhati railway station where he was addressing the crowded gathering from the window of a III Class compartment. I had gone there with a Kodak folding camera loaded with one plate only. However, as I was trying to approach nearer to Mahatma for a correct view-position, I remember, the crowd gave much importance to my job and immediately made passage for me. Within a short time I was able to press the trigger of the shutter, and immediately thereafter rushed back to a studio to have the plate developed without delay. I was satisfaied to see the result and a contact print of B2 size was made to send immediately to Ananda Bazar Patrika by post. Duly it came out in that paper, slightly bigger in size, acknowledging my name below. Just

imagine the first thrill I experienced at the moment I saw it in the newspaper ! This achievement gave me immense pleasure, satisfaction, self confidence. and above all the recognision of a news-photographer.

3. WHAT ARE THE PROBLEMS YOU HAD TO FACE IN YOUR EARLY LIFE TO BECOME A SUCCESSFUL PHOTOGRAPHER ?

My problems were the same with those of a mofussil news-photographer still persisting. To have coverages of sufficient news-importance and quick despatching of photographs to newspapers all over, are the factors that count ultimately. Further, the problems of becoming an economically successful news-photographer in my early days were the same as those existing even now after the 25th year of independence. There was and still is, the lack of understanding between the news-papers and the news-photographers in respect of 'Reproduction Fees' as a result of which the freelancers are at the mercy of the news-papers. Besides, there being no defined restrictions on 'Photo Copyright', photographs are used more times in excess than actually paid for, and also copying of a photographs without permission, acknowledgement and remuneration, was and still is, a common practice. These were the obstacles that stood on my way for which I did not dare to take up 'news-photography' as my avocation.

4. WHAT ARE THE MAIN CONTRASTS BETWEEN THE PRESENT-DAY PHOTO-COVERAGES AND THAT OF YOUR EARLY DAYS ?

Well, myself being detatched from actual field of news-photography for a long period, I am not much aware of the internal developments that might have taken place. The visible improvements, however, can be marked in "flash-system, emulsion-speed of the films, and in some gadgets."

Miniature cameras with telephoto lenses are much in use now-a-days. My experiences in 1946, with flash in hand and camera on tripod, are even now vivid in my memory. During that period, even the 'Speed Graphic' had no flash-synchronisation system, and use of colour-films for news purpose was not known.

The introduction of 'radio-photo' system was a revolutionary change in respect of 'speed' marked in the field of news-photography. In our early days it was 'Railway speed' and afterwards 'Air Mail' speed came into being.

5. WHAT SHOULD BE THE PRIME QUALITIES FOR A NEWS-PHOTOGRAPHER ?

A news-photographer should be physically strong and stout and mentally alert like a soldier. Usually sharp observation and a strong common-sense are considered essential qualities of a news-photographer, although quick action like 'shoot at sight' by the photographer is of prime importance. Proper behaviour and obeying of 'Code of Ethics' of the profession help one much to succeed in this line. A photographer with reporting knowledge and capacity to prepare supporting write-ups is likely to be successful, while trickery and misrepresentation of photographs would ultimately take him nowhere. The greatest sin on the part of a news-photographer would be to help the enemy-country by supplying photographs for the sake of money.

6. WHAT ARE THE STEPS SHOULD BE TAKEN TO IMPROVE PHOTO-JOURNALISM IN INDIA ?

a) FOR A NEWS-PHOTOGRAPHER
b) FOR A NEWS-PAPER
c) FOR THE GOVERNMENT
d) FOR THE PEOPLE

a) A news-photographer should have sufficient education to understand the significance and express the

importance of the events to be depicted by his photographs. He should have fellow-feelings for his collegues in the profession.

b) Newspaper concerns would perhaps benefit more by widening the scope for the Freelancers, with proper understanding and offering better remuneration.

c) The Government perpaps cannot take any active part, unless demand from some 'group' comes initially. Such demands should normally be of common interest to photo-journalists.

d) Well, we should remember that the 'people' are always supporters of good causes, and the photo-journalists are to make themselves worthy of the profession for getting support of the people.

7. ANY OTHER IMPORTANT POINT YOU WANT TO INCLUDE.

The most important point that needs immediate attention of all, is to find out or establish a centre where suitable training in Photo-Journalism can be given. No doubt, such centre should be located in Calcutta with the scope open for eastern region of the country. Another important point to suggest is to examine and find out the condition of photo-journalism course in the Journalism Department of the Calcutta University, about which some disappointing reports were published in the local papers. Can we not do something about it ?

—Nirod Ray

—

The Times of India Press

(P.O. Box No 213)

BOMBAY 1

Dear Mr.Ray,

Your name has been given to me as one of the most able photographers in India, and if you would like us to includ some of your work, I should be very grateful if you would kindly send me specimens by registered post or by rail addressed personally, and I will ensure their safe return.

Yours very truly,

Asst.Business Manager
(J.H.Harris)

INP

INTERNATIONAL NEWS PHOTOS

72-78 FLEET STREET, LONDON, E.C.4

Our accounting department have been instructed to pay you a service fee of $10.00 in view of your continued co-operation with INP.

Sincerely yours,

P.M. Willmott.

P.M. Willmott
Secretary to
Charles A. Smith.

THE

ILLUSTRATED WEEKLY OF INDIA

BOMBAY

Dear Mr. Nirod Ray,

It is my intention to pay special rates for particularly good work which we can use in the front of the paper, and as I have long been familiar with the excellent standard of your photography I would be very glad if you can let me have some more photo features, with or without an article. . As you know, we need only the first reproduction rights for India, Burma and Ceylon.

If you feel in doubt as to the suitability of any particular idea for a photo feature, I would be glad if you would send me a note explaining what you propose to do first. I can then let you have my reactions, and between us we should be able to work out a feature "tailored" to the "Illustrated Weekly's" needs.

With best wishes,

Yours sincerely,

Michael Brown
EDITOR.

The Statesman

STATESMAN HOUSE - CALCUTTA.

Nirod Ray Esq.,
56 College Street,
(Upper Flat),
Calcutta.

Dear Mr.Ray,

Thank you for the very pleasant photographs on Manipore, Manipore dancing, Rural Bengal, Rural Assam and Hydroponics. We have already used several of these features on the back page of The Sunday Statesman and the Editor was particularly pleased with the photographs of Rural Assam. We will be glad to consider other photographs for publication.

With best wishes for Christmas and the New Year,

Yours sincerely,

P.W. Crosland

জন্ম ১৯১৫ সালে আসামের গৌহাটিতে, কটন্ স্কুল এবং কলেজে শিক্ষা লাভের পর কলকাতায় সিনেমাটোগ্রাফি শিক্ষালাভ। ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব্ আসাম এবং কলকাতার প্রেস-ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। লণ্ডনের রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির এসোসিয়েটশিপ্ (এ-আর-পি-এস) অর্জন; ইণ্টার ন্যাশনাল নিউজ ফটোস-এর প্রথম কলকাতার প্রতিনিধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মনোনীত ফটোগ্রাফার। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ফটোগ্রাফির পরীক্ষক। বিভিন্ন ফটো প্রদর্শনীর সংগঠক এবং অন্যতম জুরী। ফটোগ্রাফি বিষয়ে পত্রিকা সম্পাদন এবং পুস্তক রচনা। অবিভক্ত বাংলা সরকারের প্রথম অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার হিসেবে যোগদান এবং পরে তথ্য আধিকারিকরূপে অবসর গ্রহণ।